বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE INSTITUTE

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

সম্পাদক
মোঃ আজহারুল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মোঃ আমিনুল ইসলাম

যুগ্ম-সম্পাদক
খিলফাত জাহান যুবাইরাহ

সহ-সম্পাদক
ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি ৬
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যাবলি ৬
- প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) ৬
  - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহ ৭
  - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ ৭
  - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রকাশনাসমূহ ৮
  - মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারির স্মরণিকা প্রকাশ বিষয়ে আলোচনা সভা ৮
  - গবেষণা জার্নাল *Mother Language* (Vol. 6, Issue 1-2, January-December 2022) প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা সভা ৯
  - গবেষণা জার্নাল *মাতৃভাষা পত্রিকা* (৮ম বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা) প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা সভা ৯
  - গবেষণা জার্নাল *Mother Language* (Vol. 7, Issue 2, July-December 2023) প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা সভা ১০
- গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) ১১
  - গবেষণা বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম ১১
  - গবেষণা শাখা থেকে গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ১১
  - ভাষা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম (পাবনা, নেত্রকোণা ও কক্সবাজার জেলা) ১৬
- বিপন্ন ভাষা নথিকরণ সংক্রান্ত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) ৩৬
  - সিলেটের পাত্র জনগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা লালেং-এর ডিজিটাল নথিকরণ কার্যক্রমের উপাত্ত সংগ্রহ পর্ব ৩৬
- কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) ৩৯
  - কর্মশালা-১: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে "ডি-নথি" শীর্ষক কর্মশালা ৩৯
  - কর্মশালা-২: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে "ডি-নথি" বিষয়ক কর্মশালা ৪০
  - কর্মশালা-৩: "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা মূল্যায়ন" শীর্ষক কর্মশালা ৪১
  - কর্মশালা-৪: 'অনুবাদ' বিষয়ক কর্মশালা ৪২
  - কর্মশালা-৫: 'Life Long Learning' শীর্ষক কর্মশালা ৪৩
  - কর্মশালা-৬: 'ভাষানীতি' শীর্ষক কর্মশালা ৪৫

- কর্মশালা-৭: ‘বাংলা বানান ও ভাষারীতি’ শীর্ষক কর্মশালা ৪৬

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) ৪৭
- প্রশিক্ষণ-১: ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৪৭
- প্রশিক্ষণ-২: ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৪৮
- প্রশিক্ষণ-৩: ‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৪৯
- প্রশিক্ষণ-৪: ‘মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫০
- প্রশিক্ষণ-৫: ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫১
- প্রশিক্ষণ-৬: ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫২
- প্রশিক্ষণ-৭: ‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৩
- প্রশিক্ষণ-৮: ‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৩
- প্রশিক্ষণ-৯: ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৪
- প্রশিক্ষণ-১০: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৫
- প্রশিক্ষণ-১১: ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৬
- প্রশিক্ষণ-১২: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৭
- প্রশিক্ষণ-১৩: ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৫৭

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) ৫৮
- সেমিনার-১: ‘বাংলা বানান: বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার ৫৮
- সেমিনার-২: ‘তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহার’ শীর্ষক সেমিনার ৬০
- সেমিনার-৩: ‘Digital Documentation of the Endangered Languages of Asia’ শীর্ষক সেমিনার ৬৩
- সেমিনার-৪: ‘শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত’ শীর্ষক সেমিনার ৬৪

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ৬৬
- শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৩ ৬৬
- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন ৬৭
  - মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান ৬৭
  - মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২২শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান ৬৭
  - মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান ৬৮

		মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ২৪শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান	৬৮
		লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৪	৭০
		বইমেলা ২০২৪	৭৪
		ভাষামেলা ২০২৪	৭৫
	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন		৭৫
	বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপন		৭৬
ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)			৭৭
আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)			৮৪
বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)			৮৭
জনবল নিয়োগ ২০২৩-২০২৪			৮৯
আমাই মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহ			৯০
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড সোসাইটির গবেষণা চুক্তি			৯১
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নামাজের ঘর ও বিক্রয় কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন			৯২
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রয় কর্মকাণ্ডের শুভ উদ্বোধন			৯৩
২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-২৩ থেকে জুন-২৪ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী			৯৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাভাষী এ অর্জনের ফলে উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন Mother Language Lovers of the World (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অতঃপর ২০১০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ১২ই জানুয়ারি ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যাবলি

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া ভাষা বিষয়ক গবেষণায় গবেষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন; বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনসহ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কিত ধারণা এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো প্রধানত তিন ধরনের। যথা:

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা;

২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. প্রতিবেদনসমূহ।

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. মাতৃভাষা-বার্তা (১০ম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩
২. মাতৃভাষা-বার্তা (১০ম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা) অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩
৩. মাতৃভাষা-বার্তা (১১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা) জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪
৪. মাতৃভাষা-বার্তা (১১ম বর্ষ: ২য় সংখ্যা) এপ্রিল-জুন ২০২৪
৫. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত গবেষণা পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. *মাতৃভাষা পত্রিকা* (৮ম বর্ষ: ১-২য় সংখ্যা) ২০২২
২. *Mother Language* Journal (Vol. 6, No. 1-2) January-December 2022
৩. *Mother Language* Journal (Vol. 7, No. 1) January-June 2023।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত অভিধান ও বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, ইতালিয়ান ও পোর্তুগিজ)
২. বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও বাহাসা মালয়েশিয়ান)
৩. কোচ (থার) অভিধান
৪. ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা: ডোমাই ভোজপুরি
৫. সিলেটি নাগরীলিপি শিক্ষা

৬. ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান
৭. সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান
৮. ‘মাতৃভাষাপিডিয়া’ বাংলা ১ম খণ্ড
৯. ‘মাতৃভাষাপিডিয়া’ বাংলা ২য় খণ্ড
১০. ‘মাতৃভাষাপিডিয়া’ বাংলা ৩য় খণ্ড
১১. ‘মাতৃভাষাপিডিয়া’ বাংলা ৪র্থ খণ্ড
১২. ‘মাতৃভাষাপিডিয়া’ ইংরেজি ১ম খণ্ড
১৩. ভাষা জাদুঘর।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায় বিশেষ প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণিকা ২০২৪
২. National and International Seminar-2024 (Abstract Booklet)

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারির স্মরণিকা প্রকাশ বিষয়ে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪’ শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকাশিতব্য স্মরণিকা প্রকাশের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন সংক্রান্ত সভা প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আমাই ও আহ্বায়ক স্মরণিকা উপকমিটি-এর সভাপতিত্বে ২৩-০১-২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে (কক্ষ নং- ৩১১) উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের একুশ ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্মরণিকা উপকমিটির সদস্যবৃন্দ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ড. ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব শারমীন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, উপপরিচালক (লাইব্রেরি, অনুবাদ, ইউনেস্কো সংক্রান্ত ও সেমিনার), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি); জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ); ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (সেমিনার), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপরিচালক (প্রকাশনা, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

গবেষণা জার্নাল *Mother Language* (Vol. 6, Issue 1-2, January-December 2022) প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ষাণ্মাসিক গবেষণা জার্নাল *Mother Language* (Vol. 6, Issue 1-2, January-December 2022) প্রকাশের লক্ষ্যে ০৯ই আগস্ট ২০২৩ তারিখ প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ যাচাই বাছাই-এর লক্ষ্যে সম্পাদনা পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক ও *Mother Language*-এর সম্পাদক, প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত); বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী; আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রকাশনা) মোঃ আবদুল কাদের এবং সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা - অভিধান ও অনুবাদ) ড. নাজনিন নাহার।

Mother Language জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের প্রবন্ধসমূহ যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত সভার একাংশ

গবেষণা জার্নাল *মাতৃভাষা পত্রিকা* (৮ম বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা) প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ষাণ্মাসিক গবেষণা জার্নাল *মাতৃভাষা পত্রিকা* (৮ম বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা) প্রকাশের লক্ষ্যে ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সম্পাদনা পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনইস্টটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক এবং *মাতৃভাষা পত্রিকার* সম্পাদক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক (অব.) ড. রফিকউল্লাহ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমির পরিচালক

(গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ) জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব তাওহিদা জাহান; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালা) ড. নাজনিন নাহার এবং উপপরিচালক (প্রকাশনা, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ) ও সদস্য-সচিব, সম্পাদনা পরিষদ, মাতৃভাষা পত্রিকা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)।

মাতৃভাষা পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে প্রবন্ধসমূহ যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত সম্পাদনা পরিষদের সভার চিত্র

গবেষণা জার্নাল *Mother Language* (Vol. 7, Issue 2, July-December 2023) প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ষাণ্মাসিক গবেষণা জার্নাল *Mother Language* (Vol. 7, Issue 2, July-December 2023) প্রকাশের লক্ষ্যে ২৮শে মার্চ ২০২৪ তারিখ প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে সম্পাদনা পরিষদ ও প্রকাশনা কমিটির সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) মহাপরিচালক ও *Mother Language*-এর সম্পাদক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত); বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহা. আমিনুল ইসলাম; উপপরিচালক (লাইব্রেরি, প্রকাশনা, অনুবাদ সেলের প্রধান, ইউনেস্কো, সেমিনার ও ডকুমেন্টেশন) ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান এবং সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া) ড. নাজনিন নাহার।

গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

১. গবেষণা বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, ফেলোশিপ, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. গবেষণা শাখা থেকে গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

- গত ২৪/০৫/২০২৩ ও ০৭/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ সংশোধন সংক্রান্ত দুটি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গবেষণা নীতিমালার কিছু অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদ-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংযোজন করা হয়। সংশোধনকৃত গবেষণা নীতিমালাটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ অনুযায়ী ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রণীত বিজ্ঞপ্তি ২৭/০৮/২০২৩ তারিখে বহুল প্রচারের জন্য একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'প্রথম আলো' এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Daily Star'-এ প্রকাশ করা হয়। গবেষণা বৃত্তির আবেদনপত্র জমাদান/পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর ২০২৩ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় ২৭/০৮/২০২৩ তারিখে গবেষণা বৃত্তির জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা বৃত্তির আবেদনপত্র জমাদানের সময়সীমা ৩০শে অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। একই সঙ্গে আমাই গবেষণা বৃত্তি ২০২৩-২০২৪ আহ্বানের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজি, ভাষাবিজ্ঞান, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারম্যান/পরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। গবেষণা বৃত্তির জন্য বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির একটি সভা ২২শে নভেম্বর ২০২৩ তারিখ বুধবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩১১) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য পিএইচডি, ফেলোশিপ, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে মোট ০৮ (আট) জনকে বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২৩-২০২৪

অর্থবছরের বাজেটের আওতায় গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সোমবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩১১) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন, বৃত্তির হার নির্ধারণ ও বৃত্তি প্রদান এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের গবেষণাকর্ম ও পরিচালনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

- এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় গত ০২/১১/২০২৩ তারিখে পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণাকর্ম করার জন্য ০৫ (পাঁচ) জন বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের আমাই গবেষণা নীতিমালা-২০২২ অনুযায়ী প্রত্যেক গবেষককে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেদন দাখিল এবং প্রত্যেকের গবেষণাকর্ম নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য ২৮শে নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অবহিতকরণ সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করা হয়।
- গবেষণা বাছাই কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীদের মোট ০৮টি (আট) গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের তালিকা নিম্নরূপঃ

১. ফেলোশিপ গবেষণা

ক. জনাব মামুন আল মোস্তফা, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ. ড. আবু ইব্রাহিম মোঃ নুরুল হুদা, প্রফেসর ও চেয়ারপারসন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ
ঘ. জনাব মোঃ অমিত হাসান সোহাগ, প্রভাষক, বাংলা, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২. পিএইচডি গবেষণা

ক. জনাব তাওহিদা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. জনাব অন্তরা কবির, পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া

৩. এমফিল গবেষণা

জনাব অঞ্জয় রঞ্জন দাস, খণ্ডকালীন শিক্ষক (হিন্দি ভাষা), আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. পেশাগত গবেষণা

জনাব সিফেন ত্রিপুরা, গবেষণা কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির সাথে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা ১২ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উপস্থাপন সংক্রান্ত সভায় পিএইচডি, ফেলোশিপ,

এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে কমিটির সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণ প্রত্যেক ক্যাটেগরির গবেষকদের উপস্থাপিত গবেষণা প্রস্তাবের উপর মতামত, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রদান করেন।

- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে মনোনীত গবেষকদের চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ২৭শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বুধবার সকাল ১১:৩০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। গবেষকদের গবেষণা প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে পিএইচডি, ফেলোশিপ, এমফিল ও পেশাগত গবেষণার জন্য ০৮ (আট) জন গবেষককে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত গবেষকদের ১লা জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে যোগদান পত্র প্রদান করার এবং যোগদানের তারিখ হতে গবেষকদের গবেষণার মেয়াদকাল নির্ধারণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) পিএইচডি, ফেলোশিপ, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে ০৮ (আট) জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত গবেষকদের সাথে আমাই-এর কর্মকর্তাদের মত বিনিময় সভা ১৬/০১/২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ১২:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পিএইচডি, ফেলোশিপ, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে কমিটির সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণ প্রত্যেক ক্যাটেগরির গবেষকদের উপস্থাপিত গবেষণা প্রস্তাবের উপর মতামত, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রদান করেন।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি বিষয়ক সেমিনার ০৬/০৩/২০২৪ তারিখ বুধবার সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ৪টি অধিবেশনে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে প্রতিটি অধিবেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই এবং জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে ফেলোশিপ ক্যাটেগরির গবেষক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. আবু ইব্রাহিম মোঃ নুরুল হুদা, প্রফেসর ও চেয়ারপারসন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ তাঁদের গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে পিএইচডি ক্যাটেগরির গবেষক জনাব তাওহিদা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য

বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব অন্তরা কবির, ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া তাদের গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তৃতীয় অধিবেশনের সেমিনারে ফেলোশিপ ক্যাটেগরির গবেষক জনাব মামুন আল মোস্তফা, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব মোঃ অমিত হাসান সোহাগ, প্রভাষক, বাংলা, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা তাদের গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেমিনারের চতুর্থ অধিবেশনে এমফিল ক্যাটেগরির গবেষক জনাব অঞ্জয় রঞ্জন দাস, খণ্ডকালীন শিক্ষক (হিন্দি ভাষা), আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেশাগত ক্যাটেগরির গবেষক জনাব সিফেন ত্রিপুরা, গবেষণা কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তাঁদের গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেমিনারে আলোচক ও বিষয় বিশেষজ্ঞ গবেষকদের উপস্থাপিত গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করেন।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের উপর ২য় সেমিনার ০৬/০৩/২০২৪ তারিখ বুধবার সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৩:৩০টা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের ৩টি অধিবেশনে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সাব্বির আহমেদ, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম অধিবেশনে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরির গবেষক ড. জোবাইদা নাসরিন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরির গবেষক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ, অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচকের দায়িত্ব পালন করেন ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. সাব্বির আহমেদ, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরির গবেষক জনাব সাবিহা আল হুমায়রা মমি, শিক্ষক (খণ্ডকালীন), আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব আহাদ হোসেন, কনজারভেটর কাম আর্কাইভিস্ট, আমাই তাঁদের গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তৃতীয় অধিবেশনের সেমিনারে আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারের তৃতীয় অধিবেশনে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরির গবেষক ড. মোঃ আব্দুল আলীম, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গবেষণাকর্মের অগ্রগতি বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে আলোচকগণ ও বিষয় বিশেষজ্ঞ গবেষকদের উপস্থাপিত গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক প্রবন্ধের উপর

মতামত প্রদান করেন। আমাই গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণকে তাঁদের নিজ নিজ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা ও তদারকির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমাই গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি বিষয়ক সেমিনার

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমাই গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের উপর ২য় সেমিনার

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ০৩/০৪/২০২৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষকের গবেষণা চূড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণপূর্বক গবেষণা প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ জমা প্রদান ও এ সম্পর্কিত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা, পেশাগত গবেষকের গবেষণা অভিসন্দর্ভ জমাদানের সময় বৃদ্ধি, গবেষণার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমাদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরির গবেষকদের প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় কিস্তির অর্থ মে ২০২৪ সালে প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের ছয় মাস পূর্তি এবং গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১ম কিস্তির অর্থ জুন ২০২৪ সালে প্রদান করা হয়।

- ২৩/০৫/২০২৪ তারিখে আমাই-এর গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণা কর্মের সার্বিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন ও তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন সংক্রান্ত, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেশাগত গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণা পাণ্ডুলিপি জমাদান ও জমাদান পরবর্তী কার্যক্রম, গবেষণা প্রতিবেদন প্রতি তিনমাস পরপর জমা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সদস্যগণ

৩. ভাষা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম

ভাষা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম-পাবনা জেলা

পাবনা জেলায় আমাই-এর সফরকারী দল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি ভাষাসংক্রান্ত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, উপভাষা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা এবং বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ, প্রমিতকরণ, অবয়ব তৈরি, অনুবাদ, বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণ এবং ভাষা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা। একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার

লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং যৌথভাবে সমধর্মী গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাও এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কতকগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠী এবং বাগদি জনগোষ্ঠীর ভাষার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাই কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ পাবনা জেলার সদর উপজেলা, ঈশ্বরদী উপজেলা ও আটঘরিয়া উপজেলায় ভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে প্রধানত রয়েছে-

ক. পাহাড়িয়া এবং বাগদি জনগোষ্ঠীর ভাষা রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় কি না সে সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা;

খ. পাহাড়িয়া ও বাগদি জনগোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন বই-পুস্তক, গল্প, গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশনা আকারে প্রকাশ করে সেই ভাষা রক্ষায় করণীয় নির্ণয় করা;

গ. পাহাড়িয়া এবং বাগদি জনগোষ্ঠীর ভাষাবৈচিত্র্যের উপর তথ্য-ছক তৈরি করে আমাই গ্যালারিতে স্থাপন করে তাদের ভাষা সংরক্ষণ করা।

সফরকারী দল

ভাষা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা অনুবিভাগ কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অফিস আদেশ নং ৩৭.২৬.০০০০.০০০.৩১.০০১.২৪-১৪১, তারিখ: ০৫/০৫/২০২৪ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ পাবনা জেলার সদর উপজেলা, ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নে বসবাসকারী পাহাড়িয়া ও আটঘরিয়া উপজেলার বাগদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষার উপর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত পাবনা জেলায় ভ্রমণ করেন।

- জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) ও যুগ্মসচিব, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
- জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
- শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
- জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা, লিখনরীতি ও আমাই আর্কাইভস, মুজিব শতবর্ষ জাদুঘর ও আর্কাইভস), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
- জনাব পুলক কুমার ধর, সহকারী পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা, মুজিব শতবর্ষ জাদুঘর ও আর্কাইভস এবং বিক্রয়কেন্দ্র), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
- জনাব সিফেন ত্রিপুরা, গবেষণা কর্মকর্তা (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয়), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

যাত্রা শুরু

নির্ধারিত সফরসূচি অনুসারে ৮ই মে ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫:১০মিনিটে পাবনার উদ্দেশ্যে সফরকারী দল যাত্রা করে। রাত ১২:৩০ মিনিটে দলটি পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার ডাক বাংলোয় পৌঁছায় এবং সেখানে রাতে অবস্থান করে।

সদর উপজেলায় ভ্রমণ

৯ই মে ২০২৪ তারিখে সফরসূচি অনুযায়ী সফরকারী দল পাবনা জেলার সদর উপজেলার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরিসংখ্যান অফিসে পরিসংখ্যান কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় বসবাসকারী পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠী ও আটঘরিয়া উপজেলার বাগদি জনগোষ্ঠীর উপর তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।

ঈশ্বরদী উপজেলার পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর উপর তথ্য সংগ্রহ

১০ই মে ২০২৪ তারিখে সফরসূচি অনুযায়ী সফরকারী দল পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নে বসবাসকারী পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর ভাষার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য রওনা দেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ দাশুড়িয়া ইউনিয়নে মাড়মী দীঘির পাড় এলাকায় পাহাড়িয়া (মালপাহাড়ি) জনগোষ্ঠীর উপাসনালয় গির্জা প্রাঙ্গণে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহ করেন। মাড়মী দীঘির পাড়ে পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর ৮০টি পরিবার রয়েছে। এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৩৫০-৪০০ জন হবে। এখানকার ছেলেমেয়েরা বর্তমানে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। পাহাড়িয়াদের নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। পাহাড়িয়াদের মাতৃভাষার নাম 'মাল পাহাড়ি'। পাহাড়িয়ারা মূলত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: ১. মাল পাহাড়িয়া ও ২. সাওরিয়া পাহাড়িয়া। ১২০-১৩০ বছর পূর্বে ভারতের দুমকা থেকে পাহাড়িয়ারা বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করে বলে স্থানীয়রা জানান। বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, নাটোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাহাড়িয়ারা বসবাস করে। মাড়মী দীঘির পাড় এলাকার পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এলাকার জনগোষ্ঠীরা 'মাল পাহাড়ি' ভাষায় কথা বলে। এ ভাষাটি শুধু নিজ গোত্রের মধ্যে বাড়িতে, ব্যক্তি পর্যায়ে ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ভাষা ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগ গ্রাম এলাকায় বসবাস করে। তবে সঙ্গীত ও নৃত্যকলায়ও এ ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আমাইয়ের সফরকারী দলের পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর ভাষা তথ্য সংগ্রহ

এই এলাকার পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠী ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সদস্য সমর বিশ্বাস, সাবিনা বিশ্বাস ও শিল্পী বিশ্বাসসহ অন্য সদস্যরা বলেন, তারা মূলত সনাতন ধর্মাবলম্বী। তবে সম্প্রতি অনেকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছে। আগে পাহাড়িয়ারা সরদার ও শিং পদবি ব্যবহার করতো। ১৯০৪ সাল থেকে যারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা সকলেই ‘বিশ্বাস’ পদবি ব্যবহার করছে বলে জানান। বর্তমানে এ এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সকলেই নামের শেষে পদবি হিসেবে ‘বিশ্বাস’ ব্যবহার করে।

পাহাড়িয়া সম্প্রদ্রায়ের সদস্য সাবিনা বিশ্বাস তার সম্পর্কে এবং ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য প্রদান করেন। তার বয়স ৪০ বছর এবং তিনি ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তার তিন মেয়ে এবং কোনো ছেলে সন্তান নেই। তার তিন মেয়ের নাম- মারিয়া, লুচিয়া এবং সুমনা ভিনসেন্ট। নামকরণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাবিনা বিশ্বাস বলেন, ২০-৩০ বছর পূর্বে পাহাড়িয়া ভাষার নিজস্বতা ছিল। বর্তমানে পাহাড়িয়া ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। সাবিনা বিশ্বাস-এর কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাহাড়িয়া ভাষার কিছু শব্দ ও বাক্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে পাহাড়িয়া ও বাংলা ভাষার তুলনামূলক বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

পাহাড়িয়া	**বাংলা**
এমো	আমি
এমকি	আমার
নিনো	তুমি
এমকি নামই সাবিনা বিশ্বাস	আমার নাম সাবিনা বিশ্বাস
এমকি দেশকি নাম বাংলাদেশ	আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ
এমো এমকি দেশিন ভালোবাসি	আমি আমার দেশকে ভালোবাসি
এমকি ৩ জৈন তেল মাকার	আমার ৩ জন মেয়ে আছে
এমকি মুর্চ মাকান বেঅর	আমার কোনো ছেলে নাই
এমো ৭ পর্যন্ত পার চাটান	আমি ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি
ই কাটকি নামই মাড়মী	এই গ্রামের নাম মাড়মী

পাহাড়িয়াদের একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ‘বোজে উৎসব’ নামে দীর্ঘদিন ধরে পালন করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য এ বোজে উৎসব করা হয়। বোজে অনুষ্ঠানে গ্রামের গ্রামপ্রধানসহ নিকট আত্মীয়স্বজন উপস্থিত থাকে। স্থানীয়দের তথ্য মতে, এ উৎসবটি তাদের কাছে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী। এ অনুষ্ঠানে নিজস্ব ভাষায় নাচ-গান করা হয়। এ উৎসবে খাবার পরিবেশন করা হয়।

পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে জানা যায়, বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্বে নিজের গোষ্ঠী ছাড়া অন্য গোত্রের সদস্যদের সঙ্গে বিয়ে হতো। বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অন্য গোষ্ঠী যেমন- ওঁরাও, সাঁওতালদের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। বাঙালি বা অন্য ধর্মের সঙ্গে বিবাহের রীতি সাধারণত দেখা যায় না এবং বিয়ে হয়ে থাকলে পাহাড়িয়া সমাজে রাখা হয় না।

আমাইয়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ

তথ্য সংগ্রহ শেষে সফরকারী দলের সামনে পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের নারী ও যুবতীরা পাহাড়িয়া ভাষায় গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের নাচ-গানের মাধ্যমে তাদের সহজ-সরল জীবন-জীবিকা, পারিবারিক বন্ধন ও দৈনন্দিন কাজকর্মের চিত্র তুলে ধরেন।

আটঘরিয়া উপজেলার বাগদি জনগোষ্ঠীর উপর তথ্য সংগ্রহ

১১ই মে ২০২৪ তারিখে পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার মাঠপাড়া ইউনিয়নের ডাঙ্গার পাড়া মৌজার খিদিরপুর এলাকায় বসবাসকারী বাগদি জনগোষ্ঠীর ভাষার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য রওনা দেন আমাই-এর সফরকারী দল। সেখানে সফরকারী দল বাগদি জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাগদি জনগোষ্ঠীর সদস্য অর্পন কুমারের বাড়িতে এলাকার অন্য সদস্যদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সফরকারী দল কথা বলেন। তারা তাদের গোষ্ঠী ও ভাষা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। বাগদি জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষায় কথা বলে। পূর্বে তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল, পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে বলে তারা জানান। বর্তমানে এলাকার প্রায় সকলের মুখে মুখে বাংলা ভাষাই প্রচলিত। বাগদি গ্রামে প্রায় ১১৭টি পরিবার রয়েছে এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫০০-৬০০ জন। বাগদি সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মৎস্যজীবী। এছাড়াও অনেকে কর্মকার ও নাপিতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাগদিরা নামের শেষে পদবি হিসেবে সরকার, কুমার, রায়, রানী ব্যবহার করে। বাগদি সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বাগদিদের বেশিরভাগ আচার-অনুষ্ঠানগুলো বাঙালি হিন্দুদের মতো। তবে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদি প্রকৃতি পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। গাছ পূজা নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়, যেটা বছরে দু'বার হয়ে থাকে। গাছ পূজা চৈত্র মাসের শেষে আর বৈশাখ মাসের শেষে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীদের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলোতেও তারা অংশগ্রহণ করে। বাগদিদের বিবাহ ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে হয়ে থাকে। সামাজিক ও ধর্মীয় দিক বিবেচনায় রেখে বাগদিরা সাধারণত নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ে করে। বর্তমানে বাগদি সম্প্রদায়ের লোকজন পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে।

বাগদি এলাকার প্রায় ৪০-৫০ জন প্রাথমিক পর্যায়ে, ৫০-৫৫ জন মাধ্যমিক পর্যায়ে, ২৩-২৫ জন উচ্চ মাধ্যমিকে এবং ১০-২০ জন উচ্চ শিক্ষায় পড়ালেখা করছে।

বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ২ জন নারী মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পাওয়া যায়। একজন হলেন ৭৭ বছর বয়সী মায়া রানী এবং আরেকজন ৭০ বছর বয়সী সোনাবালা সরকার। তাঁদের নিকট হতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

বাগদি সম্প্রদায়ের মুক্তিযোদ্ধা মায়া রানী-র বাসস্থান পরিদর্শন

বাগদি সম্প্রদায়ের মুক্তিযোদ্ধা সোনাবালা সরকারের বাসস্থান পরিদর্শন

মুক্তিযোদ্ধা মায়া রানী বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সরকারের কাছ থেকে ঘর পেয়েছি, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা দেয়া হয়েছে। সরকার অনেক ভালো রেখেছে, শান্তিতে আছি। মুক্তিযোদ্ধা সোনাবালা সরকার বলেন, আগের কষ্ট আর নেই। সরকার আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে- বাড়িঘর, ইলেকট্রিক মটর, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসেবে মাসিক ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা।

বাগদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ গ্রহণ শেষে আমাই-এর সফরকারী দল আটঘরিয়া উপজেলার ডাকবাংলোতে ফিরে আসেন এবং রাতে অবস্থান করেন। পরদিন ১২ই মে ২০২৪ তারিখে সফরকারী দল ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সুপারিশমালা

এই ভ্রমণের মাধ্যমে পাহাড়িয়া ও বাগদি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানা ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। এতে করে উক্ত জনগোষ্ঠী ও ভাষা সম্পর্কে পরবর্তী আরও কার্যকরী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং গবেষণা করা যায় বলে সফরকারী দল একমত পোষণ করেন। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো–

ক. পাহাড়িয়া ও বাগদি জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণের জন্য ব্যাপক পরিসরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে;
খ. নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত সেমিনার, কর্মশালাগুলোতে পাহাড়িয়া ও বাগদি নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে আয়োজন করা যেতে পারে;
গ. পাহাড়িয়া ও বাগদি নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সুরক্ষার জন্য সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যায়;
ঘ. পাহাড়িয়া ও বাগদি নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
ঙ. পাহাড়িয়া ও বাগদি ভাষিক সম্প্রদায়ের লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন তথা অলিখিত সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
চ. নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রকাশনা প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা।

উপসংহার

পাহাড়িয়া ভাষার জনগোষ্ঠীরা পরিবারের মধ্যে তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করলেও তাদের সমাজের বাইরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। তাদের ছেলেমেয়েরাও বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করে। অন্যদিকে বাগদি জনগোষ্ঠীরা পূর্বে তাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও বাংলা ভাষায় কথা বলছে। এক্ষেত্রে বাগদি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা বিলুপ্তি হওয়ার প্রেক্ষাপট উদ্‌ঘাটন করাটা এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে পাহাড়িয়া ও বাগদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও জীবনবৈচিত্র্য সম্পর্কে গবেষণা করা আবশ্যক।

ভাষা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম-নেত্রকোণা জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি ভাষাসংক্রান্ত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, উপভাষা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা এবং বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ, প্রমিতকরণ, অবয়ব তৈরি; অনুবাদ; বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণ এবং ভাষা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা। একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও

সংশ্লিষ্টদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং যৌথভাবে সমধর্মী গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা অনুবিভাগ কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ অফিস আদেশ নং ৩৭.২৬.০০০০.০০০.৩১.০০১.২৪-১৪৯, তারিখ: ১৩/০৫/২০২৪ মোতাবেক নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় বসবাসকারী হাজং সম্প্রদায় ও কলমাকান্দা উপজেলার শেষ সীমান্তে সুনামগঞ্জ জেলার প্রান্তিক উপজেলা মধ্যনগরে বসবাসকারী বানাই নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ভাষার উপর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত নেত্রকোণা জেলায় সফর করেন।

উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ কতকগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে হাজং জনগোষ্ঠী এবং বানাই জনগোষ্ঠীর ভাষার তথ্য সংগ্রহের জন্য নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলা এবং কলমাকান্দা উপজেলায় ভ্রমণ করেন।

ক. হাজং এবং বানাই ভাষার নাম বিপন্ন ভাষার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ ভাষা দুটো রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় কি না সে সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা;

খ. হাজং ভাষায় সামান্য কিছু বর্ণ আছে, তাদের আরও বর্ণ সংগ্রহ করে বর্ণমালা আকারে প্রকাশ করে হাজং ভাষা রক্ষায় করণীয় নির্ণয় করা;

গ. হাজং এবং বানাই জনগোষ্ঠীর ভাষা বৈচিত্র্যের উপর তথ্য-ছক তৈরি করে আমাই গ্যালারিতে স্থাপন করে তাদের ভাষা সংরক্ষণ করা।

সফরকারী দল

১. জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

২. জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৩. জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা, লিখনরীতি ও আমাই আর্কাইভস, মুজিব শতবর্ষ জাদুঘর ও আর্কাইভস), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৪. ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৫. জনাব পুলক কুমার ধর, সহকারী পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা, অভিধান, ও মাতৃভাষা পিডিয়া), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৬. জনাব সংগীতা রুদ্র, সহকারী পরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ, অডিটোরিয়াম, সম্মেলন কেন্দ্র ও অতিথিশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৭. জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, লিখনরীতি, আমাই আর্কাইভ ও ভাষা জাদুঘর), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৮. জনাব রায়হান শেখ, গবেষণা সহকারী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

আমাই নৃ-ভাষা সংগ্রহকারী গবেষণা টিমের বিরিশিরি পরিদর্শন

পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) গবেষণা টিম নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার হাজং ও বানাই সম্প্রদায়ের ভাষার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত গ্রামসমূহে পরিদর্শন করেন। ১৮ই মে ২০২৪ তারিখে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি কার্যালয় থেকে হাজং জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্যামনগর, ছনগড়া, সাধুপাড়া গ্রামে সংশ্লিষ্ট গবেষণা টিম ভ্রমণ করেন। এরপর ১৯শে মে ২০২৪ বিরিশিরি থেকে বহেরাতলী ও গোপালপুর গ্রামে পরিদর্শন করেন। ২০শে মে ২০২৪ নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার শেষ প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার মোহনপুর গ্রামের বানাই সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বসবাসরত এলাকা পরিদর্শন করে।

হাজং জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিগণ

১৮ই মে ২০২৪ তারিখে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি কার্যালয় থেকে হাজং জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্যামনগর, ছনগড়া, সাধুপাড়া গ্রামে সংশ্লিষ্ট গবেষণা টিম ভ্রমণ করেন। সেখানে তারা ১. রুপম হাজং (শ্যামনগর), ২. দোলন হাজং (শ্যামনগর), ৩. বিশ্বজিৎ হাজং (খুজিগড়া), হরিদাস হাজং (ছনগড়া), ৫. পল্টন হাজং (সাধুপাড়া) সহ গ্রামের হাজং সম্প্রদায়ের আরও কয়েকজন লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

এরপর ১৯শে মে ২০২৪ বিরিশিরি থেকে হাজং সম্প্রদায়ের লোকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং তাদের ভাষার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাই টিম বহেরাতলী ও গোপালপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে গিয়ে (ক) লিউন হাজং (বহেরাতলী), (খ) ছোটন হাজং (গোপালপুর) ও আরও কয়েকজন হাজং সম্প্রদায়ের লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ভাষা সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

হাজং জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে নৃ-ভাষা সংগ্রহকারী গবেষণা দলের সঙ্গে

ভাষা

হাজং জনগোষ্ঠীর অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায়, হাজংদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এ ভাষা তারা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে। হাজং ভাষাটি নিরাপদ নয়, আবার একেবারে অনিরাপদও বলা যায় না। কেননা সেখানে বাঙালিবিহীন গ্রামও আছে, যেখানে কেবল হাজং ভাষা ব্যবহৃত হয়। হাজংদের মধ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার রয়েছে। হাজং ছেলে-মেয়েরা বাংলা ভাষাতে বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে। তারা পারিবারিকভাবে হাজং ভাষা ব্যবহার করে এবং অন্য সমাজের লোকজনের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

বর্ণমালা

হাজং ভাষা লেখার জন্য বাংলা অক্ষরকেই তারা ব্যবহার করে তবে হাজং ভাষায় নির্দিষ্ট কিছু বর্ণ রয়েছে। হাজং ভাষার লিখিত ব্যবহার খুব সীমিত। হাজং ভাষায় হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ গীতার অনুবাদ রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারেও হাজং ভাষায় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে। শেরপুর বা নালিতাবাড়ী এলাকায় হাজং জনগোষ্ঠী রয়েছে। তারাও বাংলা ভাষায় কথা বলে। হাজং ভাষার গল্প, কবিতা, ছড়া বাংলা লিপিতে লেখা হয়। হাজং ভাষার মাইয়ার লিখিত রূপ মৗয়ৗ। মৗ ('অ' এবং 'ও' এর মাঝামাঝি একটি উচ্চারণ) আমি-কে তারা ময়° বলে। আমিও-কে বলে ময়°।

বাংলা ভাষা এবং হাজং ভাষার কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

বাংলা ভাষা	হাজং ভাষা
কোথায় যাচ্ছ?	কুমায় জায়?
কেমন আছো?	কিংকী আছো
ভাত খেয়েছ?	ভাত খাছে?
তুমি কোন গাঁয়ের?	তই কুন গাওলা?
ভেতরে আস।	ভিতুর ভায় আয়।
তুমি এসে ভালো হয়েছে।	তুলা আহারা ভালা হুছে।

এটি তাকে বুঝিয়ে দিন।	ইদী অগে বুজিয়ী দি।
এখানে লিখুন।	ইদীনি লিখিক।
আবার দেখা হবে।	আবার লাক পাবো।

হাজং ভাষার কিছু কবিতা

ক. আয় আয় ঝুন ঝুনি মামা
তারা ভাত দিবো
হিদুল পুীত দিয়ে হাক দিবো
চাঙ তলনি থৗই দিবো
রাতি পোহালে খিদ্দবা দিবো।

খ. উত্তুর দুক্ষিণ ঘররা ভাঙ্গাঁরঙ্গাঁ রুয়া
বারকুরাও গিরিঘরে বাটাভরা গুয়া
বাটাভরা গুয়ারা মানসিজনসি খায়
আমাগে দেখিলে বাঘ ভাল্লুক পালায়
ইা পালাও বাপু সকল, কেনে পালায় তোরা
একটি পা জাগা পালে পাশা খেলায়
পাশা খেলাইতে খেলাইতে যায় নন্দ ঘরবায়
গোয়াল বলে আছে আছে, নন্দ বেলে নাই।

হাজং জনগোষ্ঠী সাথে নৃ-ভাষা সংগ্রহকারী গবেষণা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

পেশা

হাজংদের প্রধান পেশা কৃষি। তারা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের বেশিরভাগ সাংস্কৃতিকচর্চা, লোককাহিনী এবং ঐতিহ্য তাদের কৃষিচর্চার সাথে সম্পর্কিত। হাজংরা কাঠের কাজে দক্ষ। তারা বাড়িতে ঝুড়ি তৈরি করে। তাদের কৃষি কাজের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র নিজেরা তৈরি করে। ধান চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বাড়িতে তৈরি করে থাকে। তাদের পরিবারে মাছ ধরার অনেক সরঞ্জাম রয়েছে। কৃষি কাজ ছাড়াও অনেক হাজং স্থানীয় স্কুলে শিক্ষক এবং বিভিন্ন অফিসে চাকরি করছেন।

ধর্ম

হাজং জনগোষ্ঠী সনাতন ধর্মের অনুসারী। জন্মের পর থেকেই তারা হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলে। হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতিগুলোই হাজং জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। তারা বিভিন্ন পূজা, বিয়েশাদী, পারলৌকিক কার্যক্রম সনাতন ধর্ম অনুযায়ী করে থাকে।

উৎসব

হাজংরা 'বিশ্ব' নামে পরিচিত তাদের প্রাক-বর্ষা ফসলের উৎসব উদযাপন করে। কানিপূজা, কটকপূজা তারা পালন করে থাকে। শারদ পূর্ণিমার দিনটি হাজংদের মধ্যে 'কুজাই ঘোর' নামে পরিচিত। পূজার দিনগুলোতে তাদের যুবক-যুবতীরা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গান গায়, কখনও কখনও রামায়ণের গল্প শোনায়। এর বিনিময়ে তারা কিছু চাল বা টাকা পায়। এই অনুষ্ঠানগুলো বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের একটি মাধ্যমও বটে।

কলমাকান্দা উপজেলা পরিদর্শন

নির্ধারিত সফরসূচি অনুসারে ২০শে মে ২০২৪ তারিখ সকাল ০৮:০০টায় নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলা থেকে কলমাকান্দা উপজেলার বানাই সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। কিন্তু কলমাকান্দা উপজেলার কোথাও বানাই সম্প্রদায়ের লোক নেই। কলমাকান্দা উপজেলার শেষ সীমান্তে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামে বানাই সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। পরবর্তীতে সেখানে গিয়ে দেখা যায় গ্রামটি সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার মোহনপুরে পড়েছে। এভাবে গবেষণা টিম নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার শেষ প্রান্তে যেতে যেতে সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলায় দুপুর ১২:৩৫টায় পৌঁছান। আমাই কর্মকর্তাগণ সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার মোহনপুর গ্রামের বানাই জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তাদের ভাষার তথ্য সংগ্রহ করেন।

বানাই জনগোষ্ঠীর সাথে নৃ-ভাষা সংগ্রহকারী আমাই গবেষণা দল

বানাই ভাষা

তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় সেখানে বানাই জনগোষ্ঠীর ৩৮টি পরিবার বসবাস করে। ৩৮টি পরিবারের প্রায় ১৬০ জন বানাই উপজাতি সদস্য রয়েছে। ২৫টি পরিবার তাদের

পাশের গ্রামে রয়েছে। সেখানে প্রায় ১২৫ জন বানাই রয়েছে। দুটি গ্রামে প্রায় ২৮৫ জন বানাই জনগোষ্ঠীর সদস্য রয়েছে।

বর্ণমালা

বানাই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই এবং লিখিতরূপ নেই।

ভাষা

বানাই নৃগোষ্ঠীর লোক নিজেদের মধ্যে বানাই ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাজারে কিংবা শহরে গিয়ে নিজেদের মধ্যেও বাংলা ভাষায় কথা বলে। বানাই জনগোষ্ঠীর ভাষা তারা ভুলে যেতে বসেছে। এখানে তাদের জনসংখ্যা কম থাকার কারণে তারা হাজং ভাষা ব্যবহার শুরু করেছে। বানাই ভাষা এবং হাজং ভাষার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তারা নিজেদের ভাষায় শিশুদের ঘুমপাড়ানি গান, কবিতা ও গল্প শোনায়। বানাই জনগোষ্ঠীরা 'কোথায়'-কে বলে 'কোমাই'। তারা 'আমার'-কে বলে 'মোলা'। এখন-কে তারা বলে 'এলা'।

বাংলা ভাষা এবং বানাই ভাষার কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

বাংলা ভাষা	বানাই ভাষা
আমার নাম বংশীধর	মোলা নাম বংশী ধর।
আমি ভাত খাই	মই ভাত খাই।
আমি বাজারে যাব।	মই বাজারে যাব।

উৎসব

বানাই জনগোষ্ঠী সনাতন ধর্মের অনুসারী। বানাই জনগোষ্ঠী দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, কালী পূজা, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদি পালন করে থাকে। সনাতন ধর্মের উৎসব ছাড়াও তাদের নিজস্ব উৎসব যেমন- দিউলি, চড় মাগা, পহেলা রোয়া (রোপন), ধান ডুকা কাঁচি ধোয়া (ধান কাটার শেষে) ইত্যাদি উৎসব পালন করে থাকে। মধ্যনগরে বানাইরা প্রতিবছর জাক-জমকপূর্ণভাবে বাস্তুপূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। বানাই নৃগোষ্ঠী নিজেদের হাজং নৃগোষ্ঠীর সমগোত্রীয় বলে দাবি করে থাকে। তবে হাজংদের দাবি বানাই এবং তারা ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোক। উদাহরণ হিসেবে তারা উভয়ের ধর্মই সংস্কৃতিতে এবং জাতিগত পার্থক্যের বিষয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে।

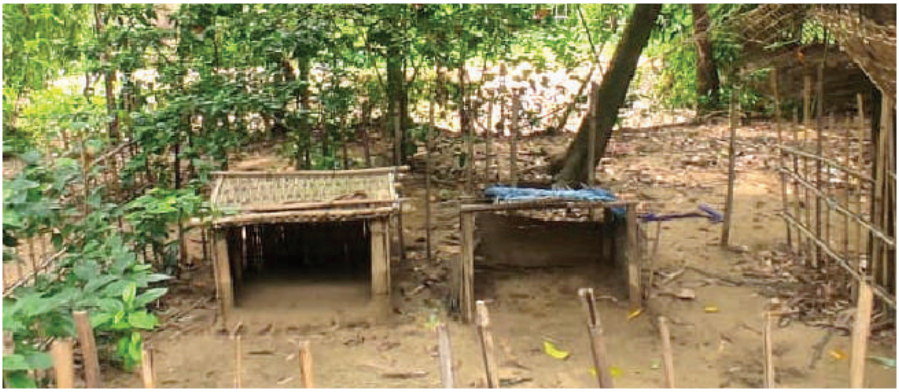

বানাই জনগোষ্ঠীর পূজামণ্ডপ (মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ)

পেশা

বানাই জনগোষ্ঠীরা বর্তমানে কৃষিকাজ, চাকরি বা ব্যবসার কাজে নিয়োজিত আছে। তাদের শিশুরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়। তবে মেয়েদের বেশির ভাগই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বানাই জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা প্রথম ২০০৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

সুপারিশমালা

১. হাজং এবং বানাই উভয় নৃগোষ্ঠীর লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. তাদের বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সাহিত্য, গবেষণালব্ধ জার্নালগুলো ইত্যাদি হাজং এবং বানাই নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. হাজং ও বানাই সম্প্রদায়ের ভাষা ও জীবন বৈচিত্র্যের উপর গ্যালারি স্থাপন করে তাদের ভাষা সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

হাজং ভাষার লিপি থাকলেও বানাই ভাষার কোনো লিপি নেই। হাজং এবং বানাই উভয় ভাষার জনগোষ্ঠীই নিজ গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করলেও তাদের সমাজের বাইরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। তাদের ছেলেমেয়েরাও বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করছে। ফলে তাদের ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার না থাকায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের ভাষা সংরক্ষণের জন্য হাজং এবং বানাই জাতিসত্ত্বার ভাষা ও জীবনবৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ভাষা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম-কক্সবাজার জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি ভাষাসংক্রান্ত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা, উপভাষা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা এবং বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ, প্রমিতকরণ, অবয়ব তৈরি; অনুবাদ; বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণ এবং ভাষা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা। একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং যৌথভাবে সমধর্মী গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা অনুবিভাগ কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ অফিস আদেশ নং ৩৭.২৬.০০০০.০০০.৩১.০০১.২৪-৩৮০, তারিখ: ১৬/০৫/২০২৪ মোতাবেক কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা, সদর উপজেলা ও উখিয়া উপজেলায় (বিশেষভাবে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে) বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং বাংলা ভাষার গতি প্রবাহে কী প্রভাব ফেলতে পারে তা গবেষণার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য

কক্সবাজার জেলা সদরের রোহিঙ্গা ক্যাম্প, উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ও সচিত্র তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ; কক্সবাজার জেলার সদর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোনো ভাষা বিপন্ন হতে চলেছে কিনা তা গবেষণার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত কক্সবাজার জেলা সফর করেন।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য

ক. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ভাষা কক্সবাজার জেলায় বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাংলা ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা;

খ. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষার মাধ্যমে বাংলাদেশের কোনো নৃগোষ্ঠীয় ভাষা বিপন্ন হতে চলেছে কি না তা যাচাই করা;

গ. কক্সবাজার জেলার সদর, রামু ও উখিয়া উপজেলায় বসবাসকারী নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।

সফরকারী দল

১. জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

২. শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৩. জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৪. ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৫. জনাব পুলক কুমার ধর, সহকারী পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা, মুজিব শতবর্ষ জাদুঘর ও আর্কাইভস এবং বিক্রয়কেন্দ্র), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৬. জনাব সংগীতা রুদ্র, সহকারী পরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ, অডিটোরিয়াম, সম্মেলন কেন্দ্র ও অতিথিশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৭. জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, লিখনরীতি, আমাই আর্কাইভ ও ভাষা জাদুঘর), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত স্থানসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গবেষণা টিম কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সদর উপজেলা, রামু উপজেলা ও উখিয়া উপজেলার নির্বাচিত এলাকাসমূহে ভ্রমণ করেন। ২৪শে মে ২০২৪ তারিখে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী ইউনিয়নের বড়ো রাখাইনপাড়া গ্রামে রাখাইন সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ২৫শে মে ২০২৪ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার রামু ইউনিয়নের ফতেখারপুল গ্রামের রাখাইন সম্প্রদায়ের কয়েক জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এরপর ২৬শে মে ২০২৪ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং এর রাজাপালং ৯নং ওয়ার্ডের ২ই ব্লকের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের রোহিঙ্গা অধিবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নৃভাষা তথ্য সংগ্রহকারী আমাই গবেষণা দলের কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শনের একাংশ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিগণ

২৪শে মে ২০২৪ তারিখে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী ইউনিয়নের বড়ো রাখাইনপাড়া গ্রামে রাখাইন সম্প্রদায়ের মং বাছেন (৬১) সহ রাখাইন সম্প্রদায়ের অন্যান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ২৫শে মে ২০২৪ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার রামু ইউনিয়নের ফতেখারপুল গ্রামের রাখাইন সম্প্রদায়ের মংলা রাখাইন(৪১)সহ আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলেন সফরকারী দলের সদস্যরা। এরপর ২৬শে মে ২০২৪ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ক্যাম্প ২ই ব্লক-সি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কবির আহমেদ (৫৫), আমীর আলী (৫৪)সহ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আরো কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

রাখাইন জনগোষ্ঠী

নৃভাষা তথ্য সংগ্রহকারী আমাই গবেষণা দলের রাখাইন জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের একাংশ

রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভাষা

কক্সবাজার জেলার রাখাইন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় রাখাইন নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা। রাখাইন ভাষা আদিকাল থেকেই চলমান রয়েছে। তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যেই এ ভাষাচর্চা করে। আগে বার্মিজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে রাখাইন ভাষা শেখানো হতো। কিন্তু ১৯৭১ সালের পরে সেটি কমে গিয়েছে এবং পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন প্রতিটি উপজেলায় রাখাইন ভাষা শেখানোর শিক্ষক ছিল। বর্তমানে কেবল মন্দিরে এই ভাষার প্রচলন আছে এবং সেখানে এই ভাষা শেখানো হয়। ধর্মীয় কাজে রাখাইনদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়। যারা পড়ালেখা করছেন তারা সব সময়ই বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। রাখাইন ভাষার কিছু বর্ণ আছে। তাদের ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ আছে। এই ভাষায় ছড়া, গল্প, কবিতা রচিত হয়েছে। টেকনাফ, কক্সবাজার, মহেশখালী ও পটুয়াখালী অঞ্চলেও রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এই ভাষা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও শেখানো হয়ে থাকে। তবে এ ধরনের কার্যক্রম খুবই সামান্য। রাখাইনদের ভাষায় দিনপঞ্জিকাও প্রকাশিত হয়। তবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সপ্তাহের নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়। কক্সবাজারে রাখাইন ভাষা লেখালেখি করেন এমন কিছু ব্যক্তিও রয়েছেন। পরিবারের বাইরে স্কুল-কলেজে বা অন্য কোথাও তাদের মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ না পাওয়ার ফলে হারিয়ে যেতে পারে তাদের ভাষা। এমনকি তাদের ভাষার বর্ণমালাগুলোও হারিয়ে যেতে পারে।

রাখাইন জনগোষ্ঠীর বর্ণমালা

রাখাইনদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। তাদের বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে ৩৩টি বর্ণ রয়েছে। এক সময় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তাদের ভাষা শেখানো হতো। বর্তমানে কক্সবাজার জেলার দুই/একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের ভাষা শেখানো হয়। তবে এখনো তাদের ধর্মকেন্দ্রগুলোতে রাখাইনদের বর্ণমালা আবশ্যিকভাবে শেখানো হয়। এছাড়া তাদের ভাষায় বই, পত্রিকা, দিনপঞ্জিসহ দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য বিভিন্ন লিখিত উপকরণ প্রকাশ করে থাকে।

DANYAWADY (ARAKAN) CALENDAR
ARAKANESE SERIPT – ITS ORIGIN AND EVOLUTION

রাখাইন ভাষায় প্রকাশিত দিনপঞ্জি

রাখাইন জনগোষ্ঠীর পেশা

রাখাইনরা মূলত কৃষি নির্ভর। অনেকে মৎস আহরণের কাজও করে থাকে। তাদের অনেকে বর্তমানে লেখাপড়া শিখে চাকরি, ব্যবসায়ী, ডাক্তারি পেশায় জড়িয়ে পড়েছেন। মংবা রাখাইন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে চাকরি করছেন। উমোক্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শেষ বর্ষে পড়ালেখা করছে। নিজেদের প্রয়োজন মোতাবেক নানা জাতের ধান, ডাল, পেয়াজ, আলু, রসুন, আদা, হলুদ, আখ, সরষে, তিল, কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদি ফসল ফলান। পাশাপাশি তারা নিজেদের হস্তচালিত তাঁত দিয়ে বোনা কাপড়, প্রয়োজনীয় লবণ উৎপাদন এবং গুড় তৈরি করে থাকে।

রাখাইন জনগোষ্ঠীর ধর্ম

রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। তারা বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করে। তারা দলে দলে মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষুদের দান-দক্ষিণা করে থাকে।

রাখাইন জনগোষ্ঠীর উপাসনালয়ে আমাই পরিদর্শনকারী দল

রাখাইন জনগোষ্ঠীর উৎসব

রাখাইনদের বাৎসরিক শ্রেষ্ঠ উৎসব সাংগ্রেং। এটা শুরু হয় প্রতিবছর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে নববর্ষে। যখন চারদিকের প্রকৃতি হলুদ রঙের ফুলে সুসজ্জিত থাকে, তখন তরুণ-তরুণীরা তিন দিন ধরে পানি খেলা নামে এক ধরনের খেলা খেলে থাকে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলো বিশেষত কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার সঙ্গে মায়ানমারের সীমান্ত থাকায় এই জেলাগুলোর ভাষাতে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষার প্রভাব রয়েছে। এছাড়া ১৯৮২ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আরাকানে জাতিগত দ্বন্দ্বের কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ বাংলাদেশের এই জেলাগুলোতে এসে বসবাস শুরু করে। পরবর্তী কালে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে ৩৩টি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করা হয়। এই জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিন বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সংস্রবে থাকায় এদের ভাষা ও

সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনের এই প্রকৃতি অনুসন্ধান এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রত্যয় নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা দল কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভাষা ও সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

নৃভাষা তথ্য সংগ্রহকারী আমাই গবেষণা দলের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের একাংশ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত থেকে আরাকান প্রদেশের অভ্যন্তরে আধা মাইলের মধ্যে রোহিঙ্গাদের বসবাস। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা ভাষায় কথা বলে থাকে। রোহিঙ্গা একটি কথ্য ভাষা, যার কোনও সর্বসম্মত লিখিত লিপি নেই। নিজেদের পারিবারিক ব্যবহারের বাইরে এই ভাষার ব্যবহার নেই। তারা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জেনেছে তাদের একটি ভাষা আছে এবং সেই ভাষার লিখিতরূপ ছিল। কিন্তু এখন তাদের কাছে তার কোনো নমুনা নেই। তাই গবেষণার জন্য মৌখিক রূপের বাইরে কোনো গবেষণা উপাদান নেই। রোহিঙ্গারা ওষুধকে ‘দাবাই’ বলে, আমি ক্যাম্পে থাকি এই বাক্যটিকে তারা ‘আরা ক্যাম্পত থাকি’ বলে। বাংলা ডায়রিয়া শব্দটিকে অনেক রোহিঙ্গা ইংরেজি ‘কলেরা’ বললেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ ‘আবা বেয়ারাম’ শব্দটিও ব্যবহার করেন।

রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা

রোহিঙ্গা ভাষার সর্বসম্মত লিপি না থাকায় বর্ণমালা নেই এবং লিখিতরূপও নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের সুযোগ নেই। তারা শরণার্থী শিবিরে বাস করায় শিক্ষার জন্য সরকারি কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে মুক্তি নামক একটি বেসরকারি সংস্থা রোহিঙ্গা শিশুদের ১ম-৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের শিশুদের একাংশ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা

তারা সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা পায় কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে। স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উৎসব

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং তারা মুসলমান। এ কারণে বাঙালি মুসলমান যেসব ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীও সেসব ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পেশা

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক। মাটি কাটা শ্রমিকের বাইরে কোনো কাজ করার সুযোগ নেই। তবে অনেক পুরুষ হকার বা ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করে থাকে। চিকিৎসা বা অন্য কোনো কারণে রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের বাইরে যেতে চাইলে Committee on the Rights of the Child (CRC)-এর অনুমতি নিতে হয়। চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য এদের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। দেশের বাইরে থাকা আত্মীয়-স্বজনই তাদের অর্থের উৎস। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও এনজিও তাদের বিভিন্ন ধরনের অনুদান দিয়ে থাকে। তারা আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে মোবাইল সিম কিনে থাকে। বেআইনিভাবে সিম কেনা হলে সেটা যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যায়। দুই বছরের বেশি সময় ব্যবহার করতে পারে না। ভাসানচর ও রেজিস্টার্ড ক্যাম্পসহ ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্প আছে। Committee on the Rights of the Child (CRC) জানান সরকার এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Memorandum of Understanding (MOU) আছে। তৃতীয় দেশের নাগরিক হিসেবে পাঠানোর বিষয়ে তিনি বলেন কোনো দেশ যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রোহিঙ্গাদের নিতে চায় তবে তাদেরকে পাঠানো হবে।

সুপারিশমালা

১. রাখাইন এবং রোহিঙ্গা উভয় নৃগোষ্ঠীর লোকগীতি, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে;
২. বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সাহিত্য, গবেষণালব্ধ জার্নাল ইত্যাদি রাখাইন এবং রোহিঙ্গা নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৩. রাখাইন ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ভাষা ও জীবন বৈচিত্র্যের উপর গ্যালারি স্থাপন করে তাদের ভাষা সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
৪. এই প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তীকালে রাখাইন ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির উপরে আরো গভীর ও ব্যাপক গবেষণা করা যেতে পারে।

বিপন্ন ভাষার নথিকরণ সংক্রান্ত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

সিলেটের পাত্র জনগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা লালেং-এর ডিজিটাল নথিকরণ কার্যক্রমের উপাত্ত সংগ্রহ পর্ব

সিলেটে আমাই গবেষণা দল

দেশ ও বিদেশের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় মাতৃভাষাসমূহের নথিকরণ (Documentation) এবং সংরক্ষণ (Preservation) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধান লক্ষ্যসমূহের একটি। এছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০-এ এই সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। তারই আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের একটি বিপন্ন ভাষা নথিকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

উল্লেখ্য, আমাই ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিলেটের গোয়াইনঘাটের খাদিমপাড়া এলাকায় বসবাসকারী 'পাত্র' জনগোষ্ঠীর ভাষা 'লালেং'-এর একটি সংক্ষিপ্ত নথিকরণ মডেল নির্মাণ করেছিল এবং তা ভারত ও নেপালের নথিকরণ বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়াও ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাই-এর একটি প্রতিনিধি দল চীনের বেইজিং-এর ১. চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার, বেইহাং বিশ্ববিদ্যালয়;

২. চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড কালচার কলেজ, বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটি; ৩. ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর রুর‌্যাল এডুকেশন; ৪. বেইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড কালচার ইউনিভার্সিটি; ৫. ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ; ৬. বেইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড কালচার ইউনিভার্সিটি; ৭. ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন, বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটি সফর করে। বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটি ভাষা নথিকরণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শুহান-এর সঙ্গে ভাষা নথিকরণ বিষয়ে প্রতিনিধি দল দীর্ঘসময় আলোচনা করে এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে।

ভাষা নথিকরণ এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সিলেটের গোয়াইনঘাটের ‘লালেং’ ভাষার ডিজিটাল নথিকরণের নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়:

১. নথিকরণ-এর জন্য নির্বাচিত ভাষা: লালেং
২. ডিজিটাল নথিকরণ-এর জন্য ব্যবহার্য সফটওয়্যার: ELAN
৩. মাঠকর্মের (Field work) ও Annotation-এর জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় সময়: দুই মাস
৪. প্রস্তাবিত নথিকরণ-কর্মকাণ্ডের সূচনা: ২রা মে ২০২৪

নথিকরণের জন্য প্রস্তাবিত দল:

১. জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম (পরিচালক, ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা, টিম লিডার)
২. ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান (উপপরিচালক, ডকুমেন্টেশন, UNESCO, লাইব্রেরি ও সেমিনার)
৩. জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা (সহকারী পরিচালক, ডকুমেন্টেশন, সেমিনার)
৪. জনাব মাশরুর ইমতিয়াজ (সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ভাষা নথিকরণ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
৫. পাত্র সম্প্রদায়ের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা প্রতিনিধি

আমাই গবেষণা দল ৩রা জুন ২০২৪ তারিখ সকালে আকাশপথে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা করেন এবং সিলেট পৌঁছে সার্কিট হাউজে পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অবস্থান নেন। একই দিনে বিকালে দলটি সিলেট সদরের খাদিম নগর-এর দলূইপাড়া গ্রামে পরিদর্শন করেন এবং সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী; তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের স্থান ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। পাত্র সম্প্রদায়ের সংগঠন ‘পাসকপ’-এর প্রধান শ্রী গৌরাঙ্গ পাত্র এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। গৌরাঙ্গ পাত্রের বাড়ির একটি ঘরে ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করে উপাত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ৫ই জুন ২০২৪ তারিখে লালেংভাষী ব্যক্তিদের সার্কিট হাউজে আমন্ত্রণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

সিলেট সার্কিট হাউজে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ

পরবর্তী পর্যায়ে ৪ঠা জুন ২০২৪ থেকে ৬ই জুন ২০২৪ পর্যন্ত গবেষকদল এই উপাত্ত সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই উপাত্তের মধ্যে রয়েছে পাত্র সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বয়স, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নারী ও পুরুষদের কথোপকথন, আত্মকথন, পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী উত্তর এবং উক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোককাহিনি ও অন্যান্য ভাষিক সাংস্কৃতিক উপাদান। এগুলোকে ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়। এই পদ্ধতিতে সফরকালে প্রায় দশ ঘণ্টার ভিডিও ধারণ করা হয় যা এই নথিকরণ কার্যক্রমের মূল উপাদান।

এই কার্যক্রমে সফরের শেষ দিন অর্থাৎ ৭ই জুন ২০২৪ তারিখে গবেষকদল পাত্র সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের সাথে গবেষণা কার্যক্রমের পরবর্তী ধাপসমূহ সম্পর্কে কথা বলেন। উল্লেখ্য গবেষণার পরবর্তী ধাপগুলোতে নির্ধারিত পাত্র তথা লালেংভাষীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

লালেংভাষীদের গ্রামে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ

রেকর্ডকৃত ভাষিক উপাত্তের Transcription ও Annotation এর জন্য লালেং ভাষীদের এই অংশ গ্রহণ প্রয়োজন।

পরিশেষে, গবেষকদল সিলেট থেকে আকাশ পথে ঢাকায় ফিরে আসেন।

পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড হিসেবে বিপন্ন ভাষা নথিকরণের এই কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের APAতেও এই কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০৭ (সাত)-টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালা-১: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে "ডি-নথি" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২৩শে আগস্ট ২০২৩ তারিখে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে "ডি-নথি" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে "ডি-নথি" বিষয়ক শীর্ষক কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। এই কর্মশালায় ধারণাপত্রের উপরে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: জেইসন জামান শাওন, সহকারী প্রোগ্রামার (সংযুক্ত), এটুআই; ডি-নথি এডমিন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং মো: শাহজিয়ান শাহরিয়ার সোহান, প্রোগ্রাম সহযোগী, এটুআই। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে "ডি-নথি" শীর্ষক কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিধিনিগণ।

ডি-নথি বিষয়ক কর্মশালা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে "ডি-নথি" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত ছবি

উক্ত ডি-নথি বিষয়ক কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ডি-নথি ব্যবহারকারীর একাউন্টে লগইন এবং প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা;
২. ডি-নথির হোম পেইজ; এবং
৩. অন্যান্য মডিউল।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি সফল ও সার্থকভাবে সমাপ্ত করতে সার্বিক সহযোগিতা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

কর্মশালা-২: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে “ডি-নথি” বিষয়ক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২৪শে আগস্ট ২০২৩ তারিখে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে “ডি-নথি” শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। এই কর্মশালায় ধারণাপত্রের উপরে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: জেইসন জামান শাওন, সহকারী প্রোগ্রামার (সংযুক্ত), এটুআই; এবং মো: শাহজিয়ান শাহরিয়ার সোহান, প্রোগ্রাম সহযোগী, এটুআই। কর্মশালার স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিধিনিগণ।

ডি-নথি বিষয়ক কর্মশালা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে “ডি-নথি” শীর্ষক কর্মশালার অংশগ্রহকারীদের সম্মিলিত ছবি

ধারণাপত্র উপস্থাপক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ডি-নথি ব্যবহারকারীর একাউন্টে লগইন এবং পাসওয়ার্ড রিসেট;
২. ডাক মডিউল;
৩. নথি মডিউল;
৪. পত্রজারি; এবং
৫. অন্যান্য মডিউল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি সফল ও সার্থকভাবে সমাপ্ত হয়।

কর্মশালা-৩: "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা মূল্যায়ন" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা মূল্যায়ন" বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা মূল্যায়ন" শীর্ষক কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। এই কর্মশালায় ধারণাপত্রের উপরে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মাসুদুজ্জামান, অধ্যাপক (অব.), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মো: আব্দুল মুমিন মোছাব্বির, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি); যোগেন্দ্রনাথ সরকার সহকারী অধ্যাপক, সাদরি ভাষা বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পুস্তক প্রণয়ণের সঙ্গে যুক্ত এবং সিমি ডাঙ্গো, প্রভাষক, ইংরেজি সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা শিক্ষা মূল্যায়ন" শীর্ষক কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীবৃন্দ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিধিনিগণ।

"ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা মূল্যায়ন শীর্ষক" কর্মশালার অংশগ্রহনকারীদের সম্মিলিত ছবি

ধারণাপত্র উপস্থাপক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেন। তিনি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষার জন্য তৈরিকৃত পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম এবং ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি সফল ও সার্থকভাবে সমাপ্ত হয়।

কর্মশালা-৪: ‘অনুবাদ’ বিষয়ক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক “অনুবাদ” বিষয়ক কর্মশালা ১১ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সোমবার সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

“অনুবাদ” বিষয়ক কর্মশালার চিত্র

“অনুবাদ” বিষয়ক কর্মশালা
“অনুবাদ” বিষয়ক কর্মশালার খণ্ডচিত্র

উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও “অনুবাদ” বিষয়ক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (লাইব্রেরি, অনুবাদ, ইউনেস্কো ও সেমিনার) ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান এবং চিটাগং আর্টস কমপ্লেক্সের পরিচালক (লেখক ও অনুবাদক) জনাব আলম খোরশেদ, এ কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট; নজরুল ইনস্টিটিউট; বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র; এশিয়াটিক সোসাইটি; অনুবাদ বিভাগ, বাংলা একাডেমি; বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি; ইউনেস্কো বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মহাপরিচালক মহোদয় ধারণাপত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, “অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের সাহিত্যের আলাদা একটা মাধুর্য আছে। আমাদের দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, বন, পাখির ডাক সব কিছুর মধ্যেই আলাদা একটা সুর আছে, ছন্দ আছে। বিদেশিরা আমাদের ভাষা সম্পর্কে আরও জানতে পারুক সেটাই আমরা চাই। জাতির পিতা একবার আন্তর্জাতিক সাহিত্য মেলা আয়োজন করেছিলেন। ... আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। এর ফলে আমাদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব এসে গেছে। বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার বিস্তার বাড়াতে হবে। এর জন্য আরও বেশি করে অনুবাদ করতে হবে। এখন বছরে একটা

দুইটা অনুবাদ হয়। এটা বাড়াতে হবে। মানসম্মত ইংরেজিতে অথবা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে হবে।”

অনুবাদে সাংস্কৃতিক আপসকামিতা করতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুবাদের উপর জোর দিয়েছেন এই জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুবাদ সেল করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউট যেহেতু ভাষা নিয়ে কাজ করে তাই বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ৬টি খণ্ডে আমাই থেকে অনুবাদ করা হয়।

আলোচক জনাব আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া তাঁর আলোচনায় বলেন, “অনুবাদে থিউরি দিয়ে খুব একটা কাজ হয় না। সাইকেল চালানো শেখার মতো– শুধু থিউরি দিয়ে হবে না সাইকেল চালাতে গিয়ে সাইকেল নিয়ে পড়ে হাতে পায়ে ব্যথা না পেলে সাইকেল চালানো শেখা যায় না। তিনি সাবেক আমলা ও অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন– গ্রাম্য খেলায় যেমন নিয়ম না মেনে ঠেলে খেলার প্রবণতা থাকে তেমনি অনুবাদে অনেক সময় নিয়মের বাইরে গিয়ে ঠেলে খেলতে হয়। তিনি ও অনুবাদে আপসকামিতার কথা বলেছেন। তিনি অনুবাদ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।

আলোচক জনাব রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর আলোচনায় বলেন– “আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী” অথবা “আমার মুক্তি আলোয় আলোয়” এভাবে অনুবাদে হাতড়িয়ে বেড়াতে হয়। সকল অনুবাদে একপ্রকার স্ট্র্যাটেজি থাকে না। পৃথিবীর অনেক দেশে তারা নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে, ইংরেজি ভাষাও ব্যবহার করে না। তাই মূল ভাষার অর্থ, রিদম প্রভৃতি বুঝার জন্য অনুবাদে আপস করতে হয়।

আলোচক ড. সাহেদুজ্জামান ও জনাব আলম খোরশেদ তাঁদের আলোচনায়– বিশ্ব সাহিত্যে অনুবাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেন। তাঁরা বলেন অনুবাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, রুচিবোধ প্রভৃতি জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

আলোচকদের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ প্রশ্নোত্তরপর্ব ও উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্মশালা-৫: ‘Life Long Learning’ শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৭শে মার্চ ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (Level- 4) এ, ‘Life Long Learning’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘Life Long Learning’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এরপর কর্মশালা উদ্বোধন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ। উদ্বোধনের পর কর্মশালার নির্ধারিত বিষয় ‘Life Long Learning’ এর উপর ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। এরপর আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা, ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। পরবর্তীতে কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আলোচকগণ ‘Life Long Learning’ বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন। আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মাহমুদুল আমিন, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; এম. শহীদুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, UNESCO, Dhaka Office; ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, উপপরিচালক (লাইব্রেরি, প্রকাশনা, অনুবাদ, ইউনেস্কো, সেমিনার ও ডকুমেন্টেশান), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; মোহাম্মদ আকবর হোসেন, উপপরিচালক, আন্তর্জাতিক সংযোগ উপ-বিভাগ (অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা; মোঃ সাইদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, নায়েম এবং মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন, পরিচালক (কিউএ অ্যান্ড এনকিউএফ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)। আলোচকদের আলোচনায় ‘Life Long Learning’-এর বিভিন্ন দিক ও চ্যালেঞ্জগুলো উঠে আসে। আলোচনা শেষে কর্মশালাটির তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক পেতে একটি কুইজ গেমের আয়োজন ছিল যেখানে সবাই অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

সবশেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটি শেষ হয়।

কর্মশালা-৬ঃ ‘ভাষানীতি’ শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৮ই এপ্রিল ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০৩:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪), ‘ভাষানীতি’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম।

‘ভাষানীতি’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। উদ্বোধনের পর কর্মশালার নির্ধারিত বিষয় “ভাষানীতি” এর উপর ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। পরবর্তী পর্যায়ে কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আলোচকগণ “ভাষানীতি” বিষয়ে তাঁদের মুল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করেন। ‘ভাষানীতি ও সর্বস্থলে বাংলাভাষার প্রচলন’ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনা করেন ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, “বাংলাকে কীভাবে ডি ফ্যাক্টো বা কার্যকর রাষ্ট্রভাষা করা যায়” এ বিষয়ে আলোচনা করেন ড. শিশির ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও “ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষানীতি: পরিপ্রেক্ষিত বিচার বিভাগ” বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন ড. সাখাওয়াৎ আনসারী, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচকদের আলোচনায় ভাষানীতির বিভিন্ন দিক ও চ্যালেঞ্জগুলো উঠে আসে।

সবশেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলামের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটি শেষ হয়।

কর্মশালা-৭: ‘বাংলা বানান ও ভাষারীতি’ শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১২ই জুন ২০২৪, বুধবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) ‘বাংলা বানান ও ভাষারীতি’ শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

‘বাংলা বানান ও ভাষারীতি’ শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

“বাংলা বানান ও ভাষারীতি” শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদ রহীম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর। “বাংলা বানান ও ভাষারীতি” শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন সরকারি বিভিন্ন কলেজ থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

কর্মশালায় আলোচক ড. তারিক মনজুর প্রথমেই বাংলা বানানে কী কী ধরণের ভুল হয়, তাছাড়া চিঠিতে কি ধরণের ভুল হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করেন। চিঠিতে তারিখ ও সময় কীভাবে লিখতে হবে এবং যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার, আন্ডার লাইন, বোল্ডের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন। একই সাথে অযথা যতিচিহ্নের ব্যবহার না করা, বোল্ড, আন্ডার লাইন এক সাথে ব্যবহার থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তাছাড়া অযথা ফন্ট পরিবর্তন না করা এবং অযথা অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করে কীভাবে বক্তব্য স্পষ্ট করে লিখতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বাংলা বানানের মৌলিক সংকট কোথায় এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে তৎসম ও অতৎসম শব্দের বানানের নিয়মের উপর আলোচনা করেন। যুক্তবর্ণের ভ্রান্তি, বানানের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এসব বিষয় তাঁর আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়াও বর্ণ সংযুক্তির সমস্যা, যুক্তবর্ণের মূল ভ্রান্তি, ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধানের নিয়মাবলি কীভাবে বানানের ভুলগুলো এড়ানো যায়, চন্দ্র বিন্দুর সঠিক ব্যবহার, বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লিখতে হবে, সমাসবদ্ধ শব্দের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ কৌশলের বিষয়ে আলোকপাত করেন। শুদ্ধভাবে বাংলা বানান শেখা ও বাংলা ভাষা শেখার জন্য সঠিক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এ উদ্যোগটি বাস্তবায়নে বাংলা বানানের প্রতি সচেতনতা ও বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা দরকার বলে তিনি দাবি করেন।

‘বাংলা বানান ও ভাষারীতি’ শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপনায় ছিলেন উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) জনাব শেখ শামীম ইসলাম, র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া) জনাব ড. নাজনিন নাহার এবং সহকারী পরিচালক (কর্মশালা ও ভাষা জাদুঘর) জনাব নাজনীন সুলতানা। আলোচকের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর সমাপনী বক্তব্য প্রদান এবং কর্মশালায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ১৩ (তেরো)-টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১শে আগস্ট ২০২৩ তারিখ ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩১ (একত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নৈতিকতা বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাইয়ের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কার্যক্রম বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন উইং) প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী; ক্রয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাইয়ের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; নৈতিকতা কমিটির গঠন, কাজ ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন আমাইয়ের উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) জনাব নাজমুন নাহার; দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাইয়ের উপপরিচালক (প্রশাসন ও কর্মশালা) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

প্রশিক্ষণ-২: ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ সোমবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মূল বিধানাবলি নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে পণ্য, কার্য ও সেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ, কমিটি গঠন বিষয়ে আলোচনা করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম; ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) জনাব নাজমুন নাহার; ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহ বিষয়ে আলোচনা করেন উপপরিচালক (প্রশাসন ও কর্মশালা) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং Open Tendering Method, Request For Quotation Method, Limited Tendering Method, Single Source Selection Method বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

প্রশিক্ষণ-৩: ‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য “তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২৩শে অক্টোবর ২০২৩ তারিখ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। তথ্য কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক এবং তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে আলোচনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (সংসদ) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসউদ; তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং তথ্যের ক্যাটেগরি ও ক্যাটালগ, কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন উপপরিচলক (প্রকাশনা, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

প্রশিক্ষণ-৪: ‘মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, মাউশি অধিদপ্তর, এনসিটিবি এবং ইউনেস্কো কমিশনসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ২৭শে নভেম্বর ২০২৩ সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

‘মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষার পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। স্বাগত

বক্তব্য প্রদান করেন পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষায় এনসিটিবির ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন এনসিটিবির গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা আছে। সে অনুযায়ী এনসিটিবি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সবার জন্য মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রস্তুত। পরবর্তী পর্যায়ে জনাব জেনিথ মৌসুমি সরকার SIL Bangladesh মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা: বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা প্রসঙ্গে শিক্ষক নিযুক্তিকরণ, প্রশিক্ষণ, ভাষা প্রশিক্ষণ, শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও উপকরণ তৈরি, বিভিন্ন ধরণের গবেষণামূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং জনাব মেরুন নাহার স্বপ্না Advisor Education Save the Children সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএলই ব্রিজিংকৌশল, টি.পি.আর, প্যারা টিচার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের প্রি-প্রাইমারিতে শতভাগ মাতৃভাষায় তার পরবর্তী শ্রেণিতে (৮০-২০)%, (৬০-৪০)%, চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণিতে পুরোপুরি বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব ও উন্মুক্ত আলোচনার পর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রশিক্ষণ-৫: ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২১শে মার্চ ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মূল বিধানাবলি নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে ক্রয় প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, ক্রয় ও চুক্তির কৌশল এবং ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহের বিষয়ে আলোচনা করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; পণ্য, কার্য ও সেবার ক্রয় পদ্ধতি, তার প্রয়োগ এবং দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ, কমিটি গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তানভীর হোসেন; ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অধিবেশন পরিচালনা করছেন
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তানভীর হোসেন

প্রশিক্ষণ-৬: ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৪শে মার্চ ২০২৪ তারিখ ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নৈতিকতা কমিটি গঠন’ বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; ‘ক্রয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার’ বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-এর যুগ্মসচিব (বাজেট অধিশাখা) জনাব মোঃ নূর-ই-আলম; ‘দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কার্যক্রম’ বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; ‘দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা’ বিষয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ আবদুল কাদের।

‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের অংশ

প্রশিক্ষণ-৭: ‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ৪ঠা এপ্রিল ২০২৪ তারিখ, সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বেলা ০২:৪৫ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব জুবাইদা মান্নান ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন; কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন, তথ্য, প্রচার ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

‘তথ্য অধিকার আইন’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

প্রশিক্ষণ-৮: ‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৪ই মে ২০২৪ তারিখ ‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের

৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রশিক্ষণে 'সেবা নিশ্চিত করণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব সাইফুর রহমান খান, উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; আমাইয়ের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; এপিএ ও সিটিজেন চার্টার প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন, শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৯: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৬ই জুন ২০২৪ তারিখ 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ২৭ (সাতাশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; ক্রয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রশিক্ষণে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে

আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কাজ বিষয়ক আলোচনা করেন ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-১০: 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৪শে জুন ২০২৪ তারিখ 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; 'বাক্যে অভিব্যক্তি প্রকাশে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা' ও 'বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের করণ-কৌশল' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব গওহর গালিব, কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; 'বাংলা শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-বিধি' ও 'বাংলা ভাষার প্রয়োগ অপপ্রয়োগ' বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ড. এনামুল হক সিদ্দিকী, লেখক ও অধ্যাপক; 'দাপ্তরিক কাজে প্রমিত লিখনরীতির ব্যবহার' বিষয়ে আলোচনা করেন ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রকাশনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার' বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ চলমান

প্রশিক্ষণ-১১: ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৬শে জুন ২০২৪ তারিখ ‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও পণ্য, কার্য, সেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ বিষয়ক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; পিপিআর সংক্রান্ত আলোচনা করেন Afroza Pervin, Deputy Secretary, Bangladesh Public Procurement Authority; ‘ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া’ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ক্রয় প্রক্রিয়ায় ধাপসমূহ, ক্রয় প্রক্রিয়াসমূত, ক্রয় ও চুক্তির কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ-১২: ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৭শে জুন ২০২৪ তারিখ ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও দাপ্তরিক নথিতে ভাষার ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; “দাপ্তরিক কাজে বাংলা বানানের নিয়ম’ বিষয়ে আলোচনা করেন ডক্টর হোসনে আরা, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ‘বাংলা বাক্য গঠনের শৈলীবিচার’ বিষয়ে আলোচনা করেন ড. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ও লেখক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ‘দাপ্তরিক ও প্রশাসনি কাজে সরকারি চিঠিপত্র লেখার নিয়ম’ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা,গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ-১৩: ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৩০শে জুন ২০২৪ তারিখ ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩১ (একত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ‘প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও অভিযোগ প্রতিকারে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে’ এ বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ’ নিয়ে আলোচনা করেন ড. মোর্শেদা আক্তার, যুগ্মসচিব (নীতি ও সংস্কার অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ‘আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি ও আপিল কর্মকর্তার কাজের পরিধি’ বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ‘অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের গঠন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের কার্যপরিধি’ বিষয়ক আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ‘অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ পদ্ধতি ও অভিযোগ নিষ্পক্তি কর্মকর্তার কাজের পরিধি’ বিষয় আলোচনা করেন জনাব আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিট থেকে (জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০৪ (চার)-টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনার-১ঃ ‘বাংলা বানানঃ বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার

২৭শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বুধবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে “বাংলা বানানঃ বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ করণীয়” শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

‘বাংলা বানানঃ বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ করণীয়’ জাতীয় সেমিনারের চিত্র

জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব সোলেমান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মফিদুর রহমান। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম।

জাতীয় সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর; দৈনিক প্রথম আলোর সাহিত্য সম্পাদক জনাব আলতাফ শাহনেওয়াজ; বাংলা একাডেমির অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগের কর্মকর্তা জনাব মতিন রায়হান এবং জনাব রাজীব কুমার সাহা; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সম্পাদক ড. মো. ছাইদুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আবদুল আলীম; ভাষানটেক সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো. হান্নান মিঞা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ বিশেষজ্ঞ কাজী জুলফিকার আলী এবং পর্যালোচনা মূলক বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মহাপরিচলক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। জাতীয় সেমিনারে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিলো- ‘বাংলা বানান: আয়ত্তকরণ ও প্রমিতকরণ সমস্যা’। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেন- বানান ভাষার ব্যবহারিক রূপের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বানান ভাষা লেখার ব্যাকরণ বা নিয়ম হলেও মানুষ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না লিখে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হয় না যেমন- Euro শব্দটি ইংরেজিতে ‘ইউরো’ জার্মান ভাষায় ‘অয়রো’। প্রমিত বানান লেখার ক্ষেত্রে বানানের সঠিক নিয়ম না জানাও অন্যতম সমস্যা। বাংলা বানান প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণবিদ এবং ভাষা বিজ্ঞানীদের ভাবনার পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের মতামত গ্রহণ না করাও অন্যতম সমস্যা এবং ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বানান শুধু নিয়ম নয় ঐতিহ্যের অংশ।

জাতীয় সেমিনারের প্রধান অতিথি তাঁর আলোচনায় বলেন, “ভাষা গতিশীল হবার প্রয়োজন আছে, তবে বিপবী হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বানানরীতি অনুযায়ী চীন দেশকে বোঝানোর জন্য চিন ব্যবস্থায় করতে হবে বলে মনে হয় না। তিনি এ জাতীয় আরো কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন।”

প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচকদের আলোচনার পর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ প্রশ্নোত্তরপর্ব ও উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন এবং কর্তৃত্ববাদী, কার্যকর একটি

ভাষা কমিশন গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বিপ্লবী বা আবেগ নির্ভরতা পরিহার করে প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে বানানরীতি প্রয়োগের কথা বলে জাতীয় সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেমিনার-২ঃ 'তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহার' শীর্ষক সেমিনার

সেমিনার অনুবিভাগ কর্তৃক গত ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে (লেভেল-২) 'তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহার' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিলো। ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার, লেখক, সাহিত্যিক ও প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারের ১ম অধিবেশনে একটি মূল প্রবন্ধ (Keynote paper) ও ৬ (ছয়) টি সম্পূরক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। মূল প্রবন্ধ (Keynote paper) উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহারে তথ্যপ্রযুক্তি'।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ভাষা মানুষের বুদ্ধিমত্তা অর্জন ও বিকাশের প্রধান মাধ্যম, সে কারণে এটি মানুষের অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ। বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। এই ভাষায় দুই দেশের জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছে, এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতবর্ষের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা। এই ভাষায় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জিত হয়েছে। তারপরেও এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এখনও প্রভাবশালী ভাষার তালিকায় তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে পারেনি। তার একটি কারণ, বাংলা ভাষাকে প্রযুক্তিবান্ধব করার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি এখনো তৈরি হয়নি এবং কম্পিউটিং ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষাকে সংযোজিত করার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। বাংলা ভাষায় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান কর্মকাণ্ড ছাড়াও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা সমৃদ্ধকরণের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর এই প্রকল্পের ১৬টি উপাংশের আওতায় ৪০টি রিসোর্স উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মাঝে বাংলা বানান সংশোধক, কণ্ঠস্বর থেকে লিখিত রূপ, কিংবা লিখিত রূপ থেকে কণ্ঠস্বরে রূপান্তরের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি থেকে শুরু করে বাক, শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্রযুক্তি এমনকি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষাকে রক্ষার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠনও রয়েছে। তবে এই দেশের গবেষকদের জন্য নির্মীয়মাণ জাতীয় করপাসটি সম্ভবত সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক

মামুনুর রশীদ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'ভাষা-প্রযুক্তি বিষয়ক সফটওয়্যার সার্ভিস ও গবেষণা-টুলস উন্নয়নে লিঙ্গুইস্টিক ডেটার ভূমিকা'। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, ভাষা প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক সফটওয়্যার বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ অর্জন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় নেয়া উদ্যোগের মাধ্যমে ভাষিক ডেটা-নির্ভর বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যেগুলোতে টেক্সট, ইমেজ ও এনকোডিং-নির্ভর সফটওয়্যার রয়েছে যা তথ্য প্রযুক্তিখাতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করবে।

২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তাওহিদা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলা ভাষার বাক্যিক পর্যায়ে মনোভঙ্গি বিশ্লেষণের প্রবিন্যাস নির্দেশিকা: একটি প্রস্তাবনা'।

সেমিনারে ৩য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আতাউর রহমান সায়েম, পিএইচডি গবেষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ: সমাধানে কিছু প্রস্তাবনা'। এ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বাংলা ভাষাকে প্রযুক্তিবান্ধব পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও যোগাযোগ কাঠামোতে বৈপবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

৪র্থ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নীলিমা কুণ্ডু, সহযোগী লিঙ্গুইস্ট, গিগাটেক নিমিটেড। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'Importance of Chunking in Shallow Parsing and Dependency Parsing'। এ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ, করেন যে কোনো ভাষার কাঠামো বিশেষণে Chunking খুব গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধিতে বাংলা ভাষার কাঠামো বিশ্লেষণে Chunking-এর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন উপস্থাপিত প্রবন্ধে।

সেমিনারে ৫ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আল-মাকসুদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুমিনুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'তথ্যপ্রযুক্তি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলা বানান'। এ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, বানান যেকোনো ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বানান-বৈচিত্র্য সংশিষ্ট ভাষার সৌন্দর্য। কিন্তু বানান যদি বৈচিত্র্য হারিয়ে বিভ্রান্তিকে উচ্চকিত করে, তাহলে ভাষার ক্ষেত্রে তৈরি হয় এক ধরনের নৈরাজ্য। বানানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক তথা ব্যবহারিক দিকটাই মুখ্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় বানান বিষয়ক বিভ্রান্তি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বানানভীতি। এ কারণে সর্বস্তরে বাংলা বানানরীতি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না বলে তিনি এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

৬ষ্ঠ প্রবন্ধ যৌথভাবে উপস্থাপন করেন পঙ্কজ কুমার ঘোষ, প্রভাষক, রাজবাড়ী কলেজ এবং অপূর্ব ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে শুদ্ধ বানানে লেখার গুরুত্ব ও তাৎপর্য।' এ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে বাংলা বানানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এই অধিবেশনে উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ ও অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান।

সেমিনারের ২য় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। ২য় অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এ অধিবেশনে মোট ০৩ (তিন)-টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

২য় অধিবেশনে ১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খান মাহবুব, প্রকাশনা বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক, খণ্ডকালীন শিক্ষক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলা ফন্ট ডেভেলপমেন্টে প্রযুক্তির যোজনা'। এ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রযুক্তি খাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি না পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ফন্ট সম্পর্কিত বিড়ম্বনা। বিভিন্ন ফন্টকে যদি একটি মাত্র ফরম্যাটে নিয়ে আসা যায় তবে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বাক্ষার বেইজ গোমেজ, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব ও বর্তমান বাস্তবতা'। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, বরং সহস্রাব্দ কাল ধরে বিকশিত জ্ঞানের বিস্তৃত এবং জটিল একটি প্রক্রিয়া। ভাষার উচ্চারণ এবং ভাষার বৈচিত্র্য প্রতিটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব কীরূপ তা তিনি তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

৩য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোঃ মেহেদী হাসান, প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'BSER: A learning Framework for Bangla Speech Emotion Recognition'।

সেমিনারে ২য় অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের উপর আলোচনা করেন ড. সাখাওয়াত আনসারী, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপতির বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। এটি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মাতৃভাষা, উপভাষা ও নৃগোষ্ঠী ভাষা এবং বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কাজ করে থাকে। আজকের 'তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহার' শীর্ষক এই জাতীয় সেমিনার প্রযুক্তি খাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনার-৩: ‘Digital Documentation of the Endangered Languages of Asia’ শীর্ষক সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ শুক্রবার সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রতিপাদ্য ‘Digital Documentation of the Endangered Languages of Asia’। সেমিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। মূল প্রবন্ধ (Keynote Paper) উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় শিক্ষাবিদ, লেখক এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার। উক্ত সেমিনারে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব খালেদা আক্তার এবং সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় শিক্ষাবিদ, লেখক এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. পবিত্র সরকার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আন্তর্জাতিক সেমিনারটি ২টি ভেন্যুতে একই সমান্তরালে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে (লেভেল-২) ৮টি প্রবন্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) ৮টি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২টি ভেন্যুতে প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আকতারুল ইসলাম, সিনিয়র ক্যাটালগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং মোঃ হাবিবুর রহমান, এমফিল রিসার্চ ফেলো, জনপ্রশাসন বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়; অদিতি ঘোষ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত; কে এম রিয়াসাত উল-মুলক, প্রভাষক, চিলাহাটি সরকারি কলেজ, ডোমার; ড. সোমদেব কর, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, পাঞ্জাব, ভারত; ড. মোঃ আদনান আরিফ সেলিম, সহকারী অধ্যাপক, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুহাইমিনুল ইসলাম, উপ-সম্পাদক, রোয়ার বাংলা; জুরানা আজিজ, পিএইচডি ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহযোগী অধ্যাপক, সেন্ট পল, মিনেসোটা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ড. অনিক নন্দী, সহযোগী অধ্যাপক, মাল্টিকালচারাল কমিউনিকেশন স্কুল অফ বিজনেস, ওক্সসেন ইউনিভার্সিটি, তেলেঙ্গানা, ভারত; মাশরুর ইমতিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি; মোঃ হাফিজ ইকবাল, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ এবং ড. মোঃ আব্দুল মজিদ, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ; মঞ্জুরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; দেব প্রসাদ হালদার, প্রভাষক, ইংরেজি, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ; ড. এ আর এম মোস্তাফিজার রহমান, অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. বি এম সাজ্জাদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এবং তানজিল তামান্না, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, এআইইউবি; স্কলাস্টিকা শেফালি রেবারু, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ; সাক্ষার ব্লেইজ গোমেজ, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

২টি ভেন্যুতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শিশির ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাসুদুজ্জামান, অধ্যাপক (অব.), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মিঞা মোঃ নওশাদ কবির, সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ড. মুহাম্মদ আসিফ হোসেন খান, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সেমিনার-৪: ‘শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত’ শীর্ষক সেমিনার

১৩ই মে ২০২৪ তারিখ সোমবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) ‘শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত’ শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব খালেদা আক্তার। তিনি ‘শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধন করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান; বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপ-সচিব (লিগ্যাল) (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব নূরনাহার বেগম শিউলী; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (অনুবাদ, কর্মশালা, সেমিনার, ইউনেস্কো ও ডকুমেন্টেশন) জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা। জাতীয় সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সোমা দে; বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচালক (পরিসংখ্যান) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মৃধা; ইউএন উইমেন বাংলাদেশের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন অ্যানালিস্ট জনাব তোশিবা কাশেম।

জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। জাতীয় সেমিনারের প্রধান অতিথি তাঁর আলোচনায় বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষের পরিবর্তন সাধন করা। ব্যক্তি পরিবর্তিত হলে সমাজ পরিবর্তিত হবে, সমাজ পরিবর্তিত হলে রাষ্ট্র পরিবির্তিত হবে। শিক্ষা যত বাড়বে সমাজ ও রাষ্ট্রে তত ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। শিক্ষা একটি মৌলিক

অধিকার এবং বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ যদি উপযুক্ত স্থানে করা যায় তবে তা সমাজ এবং রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। শিক্ষায় বিনিয়োগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার ও সভা-সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। প্রধান অতিথি আরও বলেন, Gender ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজে নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ যতটা না সামাজিক, তারচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে মানসিক কারণে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষায় Gender Gap এর কারণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক পরিসংখ্যান সহযোগে তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের অভিভাবকেরা তাদের ছেলে সন্তান উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে আরও বিনিয়োগ করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন; কিন্তু কন্যাসন্তান পাশ করার পরে তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অভিভাবকদের এরূপ মানসিকতাই শিক্ষাক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। সুতরাং, এরূপ মানসিকতা বর্জন করলেই শিক্ষাক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজ নিজ পরিবার থেকেই এই পরিবর্তন শুরু করতে হবে। তবেই সমাজ ও রাষ্ট্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য কমে আসবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব খালেদা আক্তার

সেমিনারে উপস্থিত অতিথি, বিশেষজ্ঞ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, 'জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিশেষ অর্থ আছে। এই বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে নারী-পুরুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত জেন্ডারের মাধ্যমে। ফলে এর বিস্তার, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও অভিঘাত শিক্ষাক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।' এই প্রবন্ধে বা উপস্থাপনায় শিক্ষাক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্যের স্বরূপ, বিস্তার, প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রধানত এর তাত্ত্বিক দিকগুলি উল্লেখ করার পর একে একে কীভাবে এই বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেসব বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষায় এই বৈষম্যের নানান দিক সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে কন্যাশিশুর শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, প্রতিবন্ধকতা, ঝরে পড়া, সাফল্য, লৈঙ্গিক অধিকার ও সমতা, নারী-উন্নয়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রটি ব্যাপক, সেই বিস্তৃতি ও পরিসরের কথা ভেবে নারীশিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে করণীয় বা ভিশন সম্পর্কেও প্রবন্ধটিতে কিছু সুপারিশ রয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "Gender Discrimination in Education in the Context of Bangladesh in Response to the Light of the Convention and Recommendation Against Discrimination in Education (1960)" of UNESCO.

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন
অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান

সেমিনারে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পরবর্তী পর্যায়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপসচিব (লিগ্যাল) (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব নূরনাহার বেগম শিউলী। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"।

এরপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (অনুবাদ, কর্মশালা, সেমিনার, ইউনেস্কো ও ডকুমেন্টেশন) জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো "Education and Empowerment: Focusing on Gender Gap Issues in Bangladesh"। প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনার পর সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ। প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনা-পর্বের শেষে সভাপতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন জাতীয় সেমিনারে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৩

১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে যথাযথ মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব সোলেমান খানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অফিস প্রধান ও আমাইয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ০৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব সোলেমান খান। ‘বহুভাষী শিক্ষাই কি জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি হওয়া উচিত’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্য, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সুজান ভাইজ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, ভাষা শহিদদের স্মরণে ১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন এবং একুশের গান পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও *মাতৃভাষাপিডিয়া* ও *বহুভাষী পকেট অভিধানের* মোড়ক উন্মোচন করা হয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রথমবারের মতো আয়োজিত ‘লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে’ চূড়ান্ত বিজয়ীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ক্যাটাগরি-২ চুক্তি নবায়নের দলিল হস্তান্তর করেন অফিস প্রধান এবং ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সুজান ভাইজ।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২২শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে (লেভেল-২) সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত জাতীয় সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারে দেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদগণ

মূল প্রবন্ধসহ সর্বমোট ১০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। জাতীয় সেমিনারের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহার’। “তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহার” শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। এছাড়া জনাব মামুনুর রশীদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব তাওহিদা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ মোট ৯জন প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। সেমিনারের দুটি সেশনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রধান অতিথি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে (লেভেল-২) এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৪) সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারে দেশি-বিদেশি ভাষাবিদগণ মূল প্রবন্ধসহ সর্বমোট ১৭টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। আন্তর্জাতিক সেমিনারের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘Digital Documentation of the Endangered Languages of Asia’। “Digital Documentation of the Endangered Languages of Asia” শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ (Keynote Paper) উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার, শিক্ষাবিদ ও লেখক এবং প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত। এছাড়া সেমিনারে ভারতের ড. অদিতি ঘোষ (অধ্যাপক), ড. সোমদেব কর (সহযোগী অধ্যাপক), ড. অনিক নন্দী (সহযোগী অধ্যাপক) এবং বাংলাদেশের জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরাসহ মোট ১৬ জন প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। সেমিনারের দুটি সেশনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত সচিব মহোদয় সভাপতি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ২৪শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিদেশি শিশু

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থী, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহের শিশুরা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা বিভিন্ন গ্রুপভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

unesco
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪
উপলক্ষ্যে আয়োজিত
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। শিশুদের অঙ্কিত চিত্রাঙ্কন মূল্যায়নের জন্য বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধিগণ।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৪

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ এর অনুষ্ঠানমালা সফলভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সোমবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। তিনি সাংবাদিকদেরকে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এই প্রেস কনফারেন্সে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের; জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; জনাব মোঃ আজহারুল আমিন পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্স

প্রেস কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যেই বেশকিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র দেশে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলাসহ অন্যান্য মাতৃভাষা চর্চার প্রতি নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপন্ন ভাষা পুনরুদ্ধার, বিকাশ ও নথিবদ্ধকরণের কাজে এ প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড সারা দেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এই আয়োজন চূড়ান্ত পর্বে আরও উৎসবমুখর হবে বলে আশা করি। ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীরা মাতৃভাষা চর্চা ও অনুশীলনে আরও সচেতন হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বলেন, 'আমাদের এ আয়োজনকে সফল করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই।' এ অনুষ্ঠানমালার প্রচারের জন্য তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বলেন, 'ইংরেজিতে কথা বললে যেমন প্রাণকে স্পর্শ করে না, তেমনি মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় মাতৃভাষার মতো সুধা পাওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা জীবিত রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।'

উপপরিচালক (প্রকাশনা, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জনাব মোঃ আবদুল কাদের বলেন, 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪-এর অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের ৫টি অঞ্চলের ৬টি ভেন্যুর বিজয়ীরা ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ফাইনাল রাউন্ডে অংশ নেবে। ফাইনাল রাউন্ডে ২ ক্যাটেগরিতে ৩ জন করে মোট ৬ জন বিজয়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবেন।'

প্রেস কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪-এর অনুষ্ঠানমালার নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত সূচি ঘোষণা করেন:

১. ১৩/০২/২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
২. ২১/০২/২০২৪ তারিখ বিকাল ০৩:০০টায় (সম্ভাব্য) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ দিনব্যাপী ২১শের অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।
৩. ২২/০২/২০২৪ তারিখ এবং ২৩/০২/২০২৪ তারিখ ভাষা মেলা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. ২২/০২/২০২৪ তারিখ জাতীয় সেমিনার এবং ২৩/০২/২০২৪ তারিখ আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।
৫. ২৪/০২/২০২৪ তারিখ শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন করেছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে মাতৃভাষা চর্চা, প্রচার ও প্রসার ঘটানোই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেটের ৫টি অঞ্চলে আঞ্চলিক লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। প্রথম পর্যায়ে ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ যথাক্রমে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী এবং সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনায় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ যথাক্রমে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম এবং সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট-এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলের প্রতিযোগিতা ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ যথাক্রমে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা এবং হেরিটেজ স্কুল, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত

হয়। দেশের ৬টি ভেন্যুতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বে ২ ক্যাটেগরিতে ৩ জন করে মোট ৬ জনকে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে ক-ক্যাটেগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে আনুশা তাসনিম অর্থি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথাক্রমে জাইমা শহীদ ও অরিন্দম দাস এবং খ-ক্যাটেগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে মোঃ নাঈমুর রহমান (নাঈম), দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে যথাক্রমে আদ্রিতা আলম ও রোমিও যোসেফ মণ্ডল। চূড়ান্ত পর্বের বিজয়ীগণ ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের একুশের অনুষ্ঠানমালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধন

সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেটে অনুষ্ঠিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে আগত অতিথি, আমাই প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীগণ

সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং বেলুন উড়িয়ে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. জেনিফার জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব তাওহিদা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান উপপরিচালক (কলেজ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; জনাব আজগর আলী, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন; জনাব মো. সেলিম মিয়া, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড সোসাইটি; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক জনাব মো: আবদুল কাদের এবং জনাব নিগার সুলতানা, সহকারী পরিচালক জনাব পুলক কুমার ধর এবং জনাব লুৎফর

রহমান খান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৪

চূড়ান্ত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৪-এর অংশবিশেষ

প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ বলেন, 'জাতীয় পর্যায়ে আজকের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে আগত শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এই আয়োজনের বড় লক্ষ্য হচ্ছে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা। আমরা সবাই নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবাসি কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় ৭ হাজার মাতৃভাষাকে ভালোবাসা। তার অংশ হিসেবে এই লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের আয়োজন। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলাসহ অন্যান্য মাতৃভাষা চর্চার প্রতি নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপন্ন ভাষা পুনরুদ্ধার, বিকাশ ও নথিবদ্ধকরণের কাজে এ প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। জাতির জনকের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাতৃভাষা চর্চার প্রতি গুরুত্ব অনস্বীকার্য বলে মনে করি।'

বিশেষ অতিথি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ বলেন, '২১শের মাসে স্মরণ করছি ভাষা শহিদদের যাঁদের আত্মত্যাগের জন্য আমরা একটি শহিদ মিনার পেয়েছি। আজকের এই চমৎকার আয়োজনের জন্য আমাই মহাপরিচালক ও লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের কমিটিকে ধন্যবাদ। আজকের এই চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা বিজয়ী হবে সেই ৬ জনকে অগ্রিম অভিনন্দন এবং তোমাদের মাধ্যমে মাতৃভাষার প্রতি সচেতনতা সবার মাঝে সঞ্চারিত হবে। নিশ্চয়ই আগামিতে আমাই এই আয়োজন আরও বর্ণিল করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এ আয়োজনের সফলতা কামনা করি।'

বিশেষ অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই আয়োজনের সাথে জড়িত সবাইকে

ধন্যবাদ, বিশেষ করে আমাই মহাপরিচালককে ধন্যবাদ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এই আয়োজন করার জন্য। যদিও বিশ্বে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড শুরু হয় ২০০৩ সালে। মাতৃভাষা সবার কাছে সুধার মতো লাগে, মাতৃভাষা বেঁচে থাকে ব্যবহারের মাধ্যমে। ভাষার সম্মান পায় সঠিক, সুষ্ঠু ও পরিশীলিত ব্যবহারের মাধ্যমে। মাতৃভাষা চর্চা করবো, সম্মান করবো, এর মাধ্যমে ভাষা বেঁচে থাকবে। তাহলেই যাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে মাতৃভাষা পেয়েছি তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হবে।’

বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ বলেন, ‘আজকের এই চমৎকার আয়োজনের জন্য আমাই মহাপরিচালককে ধন্যবাদ। ভাষার মাসে স্মরণ করছি ভাষা শহিদদের এবং জাতির পিতাকে। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষা এবং পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা তৈরি হবে। আমরা আমাদের মাতৃভাষা যেমন শুদ্ধভাবে শিখবো, তেমনি পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে শিখবো। এটিকে আমরা পরীক্ষা হিসেবে নয়, পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা হিসেবে নেবো।’

বিশেষ অতিথি ভাষা বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড সারাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এই আয়োজন চূড়ান্তপর্ব উৎসবমুখর হয়েছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীরা মাতৃভাষা চর্চা ও অনুশীলনে আরও সচেতন হবে বলে আমার বিশ্বাস।’

উপপরিচালক (প্রকাশনা, প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জনাব মোঃ আবদুল কাদের সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন– লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের ৫টি অঞ্চলের ৬টি ভেন্যুর বিজয়ীদের মোট ১৫২ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের ৫টি অঞ্চলের ৬টি ভেন্যুর রেজিস্ট্রেশন করা প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে এবং চূড়ান্ত বিজয়ী ২ ক্যাটেগরিতে ৩ জন করে মোট ৬ জন বিজয়ীকে অভিনন্দন। এই ৬ জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে একুশের অনুষ্ঠানমালায় (২১শে ফেব্রুয়ারি) পুরস্কার গ্রহণ করবেন। তাদের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষাসহ পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি সচেতনতা ও ভালোবাসা সবার মাঝে সঞ্চারিত হবে।

পরীক্ষা এবং সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে ফলাফল ঘোষণা করেন এবং সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বইমেলা ২০২৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০২৩.০০১.১২-২৫৫, তারিখ: ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৩-এর আলোকে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বইমেলা উপকমিটি গঠন করা হয়। বইমেলা উপকমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহা. আমিনুল

ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা), আমাই। উপকমিটির সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্টল বরাদ্দ নেয়। ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত চলা বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই, জার্নাল, সাময়িকী, সাহিত্য পত্রিকা ও অনুবাদ সাহিত্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

ভাষামেলা ২০২৪

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ভাষামেলার আয়োজন করা হয়। ভাষামেলার আয়োজন বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০২৩.০০১.১২-২৫৫ ও তাং: ১৮/১২/২০২৩ অনুযায়ী একটি ভাষামেলা উপকমিটি গঠন করা হয়। ভাষামেলা উপকমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই এবং সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা), আমাই। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ভাষামেলায় বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যাদি তুলে ধরে এমন ১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো– (১) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; (২) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি; (৩) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান; (৪) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি; (৫) SIL International Bangladesh; (৬) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (৭) British Council; (৮) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি; (৯) ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ; (১০) Caritas Bangladesh; (১১) ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (১২) কানেকটিং ডিসঅর্ডারস, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (১৩) কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়; (১৪) জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি; (১৫) Goethe Institute-German Cultural Centre, Cultural Institution of the federal Republic of Germany; (১৬) Heritage School, Narayanganj। ভাষামেলায় আমাইয়ের স্টলে প্রদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, বহুভাষী পকেট অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ ও স্মরণিকা আমাই গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা শাখা থেকে সরবরাহ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ২০২৪ উপলক্ষ্যে বেলা ১১:০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের

তৎকালীন সচিব জনাব সোলেমান খান। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান ও কর্মকর্তাগণ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। আলোচনা সভায় মন্ত্রী মহোদয়, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, সচিব মহোদয়সহ আলোচকবৃন্দ মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

২৬শে মার্চ ২০২৪ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার একাংশ

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপন

পহেলা বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক শিল্পকলা একাডেমির সংগীতশিল্পীদের নিয়ে “জাতীয় সংগীত ও এসো হে বৈশাখ” গান পরিবেশনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম এবং আমাইয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। প্রধান অতিথি তাঁর আলোচনায় বলেন, ‘আজ পহেলা বৈশাখ-বাংলা নববর্ষ। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যুক্ত হলো নতুন বাংলা বর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন উৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো বাংলা নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষ।’ আলোচনা শেষে গান গেয়ে নববর্ষকে বরণ করা হয়। এরপর সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপনের একাংশ

ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। দর্শনার্থীদের এ স্থানটি পরিদর্শন করতে কোনো প্রকার ফি দিতে হয় না। ১লা জুলাই ২০২৩ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭৩ (২৬+১১৭+৭৪+৫৬) জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১৮ই জুলাই ২০২৩: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোঃ হাছানুর রহমান প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘ভাষা মিউজিয়াম বাংলাদেশের অহংকার। ভাষা শহিদদের অবদান আমরা ভুলবো না। ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণা বৃদ্ধির আরো উদ্যোগ নেয়া যায়।’

১০ই আগস্ট ২০২৩: ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সি. এস. ই ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী পূজা রায় প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘অভিজ্ঞতাটা খুবই চমৎকার ছিল। জাদুঘরটি অনেক সুন্দর।’

১৬ই আগস্ট ২০২৩: সরকারি সা’দত কলেজ করটিয়া, টাঙ্গাইলের অধ্যক্ষ সুব্রত নন্দী প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন ‘বাংলা ভাষার সার্বিক উৎপত্তি জানার জন্য এবং নব প্রজন্মের কাছে মাতৃভাষার সঠিক প্রসারের জন্য এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ। এই প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি।’

সরকারি সা'দত কলেজ করটিয়া, টাঙ্গাইলের অধ্যক্ষ সুব্রত নন্দী অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তাসনিম সিদ্দিকীসহ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

১৭ই আগস্ট ২০২৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তাসনিম সিদ্দিকী প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'দারুণ গর্বের এক অভিজ্ঞতা। বাংলা ভাষাকে সম্মান করা মানে বিশ্বের সব ভাষাকে সম্মান করা। তারই প্রতিফলন হয়েছে এই জাদুঘরে।'

২৯শে আগস্ট ২০২৩: চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের (অবঃ) সহঃ অধ্যাপক মহাঃ আজিজুল হক প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আমি অনেক রাষ্ট্রের নামই জানতাম না! স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এখানে অন্তত ২/১ বার আসা প্রয়োজন মনে করি।'

চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের (অবঃ) সহঃ অধ্যাপক মহাঃ আজিজুল হক ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের (অবঃ) প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৩: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের (অবঃ) প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে

মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করলাম। সঙ্গে ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, জনাব মোঃ আজহারুল আমিন (পরিচালক), জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম (পরিচালক) এবং সহকারী পরিচালক ড. নাজনিন নাহার। জাদুঘরটি আমাকে অভিভূত করেছে। এর পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের আমি সাধুবাদ জানাই। জাদুঘরের একটি কক্ষে গোটা বিশ্বের জাতিসংঘ স্বীকৃত সকল দেশের প্রধান প্রধান ভাষার নামও নমুনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেকটি দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নমুনাও প্রদর্শিত হয়েছে। এর উপস্থাপনা বিজ্ঞান সম্মত। ধারণা বেশ প্রশংসনীয়। জাদুঘরের উপর একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করার জন্য সুপারিশ করছি। সবগুলো চিত্র সংকলন করে একটি বা একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন।'

২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৩: পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. আবদুল আলীম প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা জাদুঘর! ভাবতেই ভালো লাগে। এমন একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সক্ষমতারই প্রমাণ। আমি এমন একটি কাজের জন্য সাধুবাদ জানাই।'

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. আবদুল আলীমের প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা আফসানা ফেরদৌস আশা ৫০ জন শিক্ষার্থীসহ প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৩: বাংলা একাডেমির গবেষক মামুন সিদ্দিকী, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ এই জাদুঘরটি দেখে মনটি ভরে গেলো। ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলনের জন্য নতুন প্রজন্মকে এর সঙ্গে যুক্ত করার দরকার। এই জাদুঘর আমাদের জ্ঞানের পরিসরকে বৃদ্ধি করুক। এই কামনা করি।'

২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৩: রাঙামাটি পার্বত্য জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন রুবেল, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অনেক ভাষা-ভাষীর জেলা পার্বত্য রাঙামাটি থেকে এসে ভাষা জাদুঘর দেখে ভালো লাগলো। সকল জাতি গোষ্ঠীর ভাষার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করাই সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই ধন্যবাদ।'

১৭ই অক্টোবর ২০২৩: মীর মোসাদ্দেক, সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বিশ্বের ভাষাসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য গ্যালারিটি চমৎকার।'

১৮ই অক্টোবর ২০২৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী নবমিতা সরকার, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা পরমাত্মার কথা কয়। ভাষা জাগিয়ে তোলে হৃদয় ও জীবনের সমস্ত রূপকথা। জন্মের গভীরে জন্মান্তর ঘটায় ভাষা। এ পরশপাথর ভাষাকে নিয়ে অনিন্দ্য এ ইনস্টিটিউট অমর হোক অমর হোক বাংলার রক্তভেজা মাটি।'

১৯শে অক্টোবর ২০২৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছাত্র আশফাকুল ইসলাম, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা এবং বাংলার ইতিহাস তুলে ধরার জন্য এই মিউজিয়াম অনেক উপকারী।'

১৯শে অক্টোবর ২০২৩: দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কালিম মাদরাসা এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন শিক্ষার্থী মুহা. কাসেম বিল্লাহ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা হলো মনের আবেগ প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। অত্র মিউজিয়ামের মাধ্যমে ভাষার ইতিহাস তুলে ধরার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

১৯শে অক্টোবর ২০২৩: তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে মোট ০৭ জন শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'পুরো পৃথিবীর সমস্ত ইনফরমেশন এবং ভাষাগত পার্থক্য এবং চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষা পর্যন্ত তুলে ধরার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

২৫শে অক্টোবর ২০২৩: আজমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন, 'বাঙালি হিসেবে আমার পরিচয়, অস্তিত্ব, জাতিসত্তার প্রতীক মনে হলো ভাষা জাদুঘরকে। অসাধারণ উদ্যোগ! বর্তমান প্রজন্ম যাতে এ জাদুঘরের কথা জানতে পারে এ জন্য এর প্রচার জরুরি ।'

২২শে নভেম্বর ২০২৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা আফসানা ফেরদৌস আশা ৫০ জন শিক্ষার্থীসহ প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য করেন, 'আমার মনে হয়েছে এই মিউজিয়ামটি একটি বহুভাষিক মিউজিয়াম। এখানে ভাষা এবং ভাষার যে আকর্ষণীয় বিষয় বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাংলাদেশের ভাষা সম্পর্কিত কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।'

২৬শে নভেম্বর ২০২৩: Dr. Emadul Islam, Research Fellow, The Sasakawa

Peace Foundation, Japan প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য করেন, 'Such a wonderful initiatives by our Government. This inovative work reflect the importance of mother tongue. Hope young Generation from the nation and the World will be helped.

The Sasakawa Peace Foundation, Japan থেকে Research Fellow Dr. Emadul Islam আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের তিন জন প্রভাষক মোসাঃ মেহেরুন্নেছা মীম সাদিয়া তাজমিন ও ইশতিয়াক রহমান প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

১৭ই ডিসেম্বর ২০২৩: রামপুরা থেকে তরিকুল ইসলাম প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, 'মিউজিয়ামটি দেখলাম। খুব ভাল লাগলো। এখানে অনেক তথ্য আছে যাহা জানা সবার প্রয়োজন। এটাকে আরও তথ্যবহুল করার অনুরোধ রইল।

১লা জানুয়ারি ২০২৪: ১০নং গ্রিনওয়ে মগবাজার ঢাকা থেকে মাহমুদুল রহমান ও সাদিয়া সিদ্দিকী প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখলাম। অনেক তথ্য ভাণ্ডারে ভরপুর। সকলের উচিত এখানে এসে দেখা। যাতে আমরা সারাবিশ্বকে এক নজরে দেখতে পারি ও অনেক কিছু জানতে পারি। বাংলাদেশ সরকারকে অনেক ধন্যবাদ এ ধরনের একটা মিউজিয়াম তৈরি করার জন্য।'

২রা জানুয়ারি ২০২৪: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের তিন জন প্রভাষক মোসাঃ মেহেরুন্নেছা মীম, সাদিয়া তাজমিন ও ইশতিয়াক রহমান প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'স্ব ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস এবং ভাষা বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ শব্দসম্ভার পাশাপাশি লিখন বৈচিত্র্য উপভোগ করে আনন্দিত হয়েছি।'

২৩শে জানুয়ারি ২০২৪: নর্থ সাউথ ইউনির্ভাসিটির ভিসি আতিকুল ইসলাম, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বিমুগ্ধ হয়েছি তথ্য উপাত্ত ও পোষ্টারের ছবিগুলো দেখে। এখানে কয়েক দিন কাটানো প্রয়োজন মোটামুটি সবকিছু দেখতে। এ জাদুঘর বাঙালি হিসেবে আমাকে গর্বিত করে।'

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি জনাব আতিকুল ইসলাম প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

০৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নিয়াজ আলমগীর ৪০ জন শিক্ষার্থীসহ প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘বিশ্বের একমাত্র ভাষা-জাদুঘর হিসেবে ভাষা সংরক্ষণের যে অনন্য প্রয়াস আমাই নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটি অনুকরণীয় উদাহরণ। এই জাদুঘর তথা আমাই বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি পাবে।’

১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪: Professor Richard Smith, Department of Applied Linguistics, University of Warwick, Coventry, England, United Kingdom প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘Very inspiring to represent different language of the world in this form-I hope more countries will open language museums in the future and promote multilingualism.’

Professor Richard Smith, Department of Applied Linguistics University of Warwick, Coventry, England, United Kingdom

এসপায়ার টু ইনোভেট এটুআইয়ের কোঅর্ডিনেটর ফিউচার স্কিলস এন্ড এম্পয়মেন্ট থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪: রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী আফিয়া সিদ্দিকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড

প্রতিযোগিতা ২০২৪ শেষে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘অনেক সুন্দর। এখানে এসে আমার অনেক ভালো লাগছে। এখানে এসে আমি অনেক ভাষা ও ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার অনেক ভালো লাগছে এখানে এসে। জায়গাটি চমৎকার।’

১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪: আকলিমা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, আদর্শ ডিগ্রি কলেজ শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ থেকে প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘মা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা আমার অহঙ্কার, আমার অস্তিত্ব। বাংলা ভাষার মান রক্ষার্থে যে সব অকুতোভয় সৈনিক ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত এই জাদুঘর। চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে বিশ্ব দরবারে মাতৃভাষা বাংলাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে, ধন্যবাদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে।’

২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪: কথা সাহিত্যিক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘এখানে এতো সুন্দর ভাষা মিউজিয়াম আছে কিন্তু আগে কখনো দেখা হয়নি। সময় নিয়ে দেখতে আসব একদিন।’

১২ই মার্চ ২০২৪: মীরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জেসমিন বুলি প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘আমাদের ভাষার জন্য জাদুঘর ভীষণ আনন্দের আর গৌরবের। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষার পরিচয় এক নজরে আমি বাঙালি হিসেবে দেখতে পাবো- সেই সাথে নিজের ভাষার নানা উপাদান, শ্রেষ্ঠত্ব মিলিয়ে নেব এর চেয়ে আনন্দের আর সুখের কি হতে পারে? ভবিষ্যতে আমার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জাতির ভাষার বৈচিত্র্য-নানা উপাদানে, নানা মাত্রায় সাজানো থাকবে এই জাদুঘরের বিশাল অংশ জুড়ে এমন প্রত্যাশা।’

১লা এপ্রিল ২০২৩: ঝিনাইদহ সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মোঃ মহেববুল্লাহ জিন্নাহ্ প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘জাদুঘরটি দেখে আমি বিমুগ্ধ। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিতে যেভাবে আমরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে ছিলাম ঠিক একই পথ ধরে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো। ইনশাআল্লাহ।’

১২ই জুন ২০২৪: ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার বড়পাতা গ্রাম থেকে মোঃ ছানা উল্যাহ প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে পৃথিবীর সকল ভাষার নাম ও বাংলা ভাষার পূর্বের অবস্থা ও বর্ণমালা দেখে অনেক ভালো লাগল। ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার স্তর, পরিবর্ধন, পরিমার্জন হয়ে বর্তমানে এ অবস্থায় এসেছে। স্বচক্ষে দেখার ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনেক ধন্যবাদ।’

২৭শে জুন ২০২৪: এসপায়ার টু ইনোভেট এটুআই এর কোঅর্ডিনেটর ফিউচার স্কিলস এন্ড এম্পয়মেন্ট থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘খুবই পরিপাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি স্থানে পৃথিবীর সকল ভাষাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এক কথায় অসাধারণ। খুব ভালো লাগলো এখানে এসে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতো সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য।’

২৭শে জুন ২০২৪: Policy Advisor a2i, ICT Division, Cabinet Division UNDP Bangladesh থেকে Anir chowdhury প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে

মন্তব্য করেন, ‘I learnt about so many languages from 199 countries. Some sample text of many languages. Really a powerful environment for student. It can be made much more effective with more interactive tools such as google translate. Duolingo without much investment. a2i will be glad to help in any way.’

২৭শে জুন ২০২৪: চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এর আইন উপদেষ্টা মোহাম্মদ সামস্উদ্দীন খালেদ প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘২য় বারের মতো এলাম। চমৎকার ব্যবস্থাপনা। ২৯-১২-২০ প্রথমবারের মতো এসেছিলাম। বারবার ফিরে আসতে চাই।’

২৭শে জুন ২০২৪: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সহকারী অধ্যাপক কৃষ্ণ কিশোর সাহা প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘আমাই-এ এসে আমি অভিভূত। ভাষা ভাবের দ্যোতক বাংলা ভাষায় মুক্তি ঘটুক হৃদয়ের সমস্ত আকুতি। বাংলা ভাষার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক।’

২৭শে জুন ২০২৪: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বিএফ সেনানিবাস থেকে মাসফিয়া প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে আমি আপ্লুত। এবার তৃতীয় বারের মতো এলাম। এখানকার পরিবেশ অনেক মনোরম। আমার ভালো লেগেছে।’

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষা বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষা গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবাদানের নিমিত্ত এ প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আমাই ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৩:৪৫ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে প্রায় ১৪,০০০টি পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বই পত্র ছাড়াও অভিধান, বিশ্বকোষ অন্যান্য কোষগ্রন্থ, বাংলাসাহিত্য বিষয়কগ্রন্থ, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়কগ্রন্থ ও পত্রিকা, সাময়িকী, গেজেট ইত্যাদি সংগ্রহে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ।

আমাই গ্রন্থাগারে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফসহ কর্মকর্তাবৃন্দ

‘মুক্তিযুদ্ধ কর্নার’ এবং ‘একুশে কর্নার’ শীর্ষক দুটি কর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা প্রতিফলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বই পত্রাদির সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে ‘একুশে কর্নার’। গ্রন্থাগারের সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে পাঠকক্ষ সেবা, ফটোকপি সেবা, স্ক্যানার সেবা, ইন্টারনেট সেবা। কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণ এসব সেবা গ্রহণ করতে পারেন। রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিসরে বিস্তৃত পাঠকক্ষ। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে স্বতন্ত্র একটি রেফারেন্স কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। এই কক্ষে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্বকোষ, অভিধান ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো ব্যবহারকারীদের কাঙ্ক্ষিত তথ্যসেবা পেতে সহয়তা করবে।

জুলাই ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে আমাই গ্রন্থাগারে সংযোজিত উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে: ‘রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান’-(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)’, ‘বিশ শতকের বাংলা’, ‘সেমিনার খণ্ড’, ‘বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার অত্মপরিচয়’, ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা’, ‘প্রাচীন বাংলার ইতিহাস’, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিবিদ্যা’, ‘ইতিহাস চর্চায় বাচনিক উপকরণ’, *‘Rural Poverty and Development Strategies’, ‘Studies in Modern Bengal’, ‘History of Ancient Bengal’, ‘Bangladesh Public Policy Analysis’, ‘History of Bangla Mughal Period’ Vol-1 & 2.* । ইতিহাসমূলক এসব বইপত্রাদি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের জন্য সৌজন্য উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এই বইগুলো সংরক্ষণ, অধ্যয়ন ও রেফারেন্স হিসাবে পরবর্তী কার্যার্থে আমাই গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করবে।

আমাই গ্রন্থাগারে অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে সংযোজিত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ হলো– সাইবার কর্নার সেবা, রেফারেন্স কক্ষ সেবা, ফটোকপি সেবা এবং স্ক্যানার সেবা ও ইন্টারনেট সেবা ইত্যাদি। ফটোকপি সেবা ও স্ক্যানার সেবা একটি নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে ব্যবহারকারী গ্রহণ করতে পারে। রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ। পাঠকক্ষে গবেষকদের নিবিড় পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে স্বতন্ত্র একটি রেফারেন্স কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। এই রেফারেন্স কক্ষের মধ্যে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। এই রেফারেন্স বইগুলো রেফারেন্স কক্ষের মধ্যে বসে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যা ব্যবহারকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্যসেবা পেতে সহয়তা করে। এছাড়াও রয়েছে ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই যা ভাষাবিজ্ঞানের পাঠক ও গবেষকদের জ্ঞানপিপাসা মেটাচ্ছে এবং গবেষকদের গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করছে।

গত ০২ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে মোঃ এনামুল কবির মিয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা, ছাত্রদের একাংশ নিয়ে আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

মোঃ এনামুল কবির মিয়া, সহযোগী অধ্যাপক ও ছাত্রদের একাংশ–ভূগোল বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা এবং নাজমুন নাহার, উপপরিচালক (লাইব্রেরি), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

গত ২১শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে মোঃ জুনেদ আহমদ, অনুপ্রাণন গ্রন্থাগার সিলেট, আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন– "আমার আজীবন স্বপ্ন গ্রন্থ আর গ্রন্থাগারের সাথে থাকা। অনেক গ্রন্থের সমাহার দেখে প্রীত হলাম। কালের আবর্তে দৈন্যকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় গ্রন্থের সাথে মিশে যাওয়া। ২০০৯ সাল থেকে সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আসা।"

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মোঃ নিয়াজ আলমগীর, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা তাঁর ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি মন্তব্য করেন– "আমাই গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে দেশের একটি অনন্য গ্রন্থাগার। এখানে ভাষার ইতিহাস ও ভাষা গবেষণা সংক্রান্ত বহু দুর্লভ বই সংরক্ষিত রয়েছে যা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই গ্রন্থাগার ভাষা গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই গ্রন্থাগার আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সহকারী অধ্যাপক মোঃ নিয়াজ আলমগীর, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ছাত্রদের একাংশ নিয়ে আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

মোঃ নিয়াজ আলমগীর, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ নিয়ে আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন

গত ২১শে মে ২০২৪ তারিখে মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (অব:), সেগুনবাগিচা, ঢাকা তিনি আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, 'দীর্ঘ কর্মজীবনে জ্ঞানার্জনে বই পড়ার সুযোগ কমই হয়েছে। আমাই কর্তৃক লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ প্রদানের বিজ্ঞপ্তি দেখার পর থেকে নিয়মিতভাবে বই পড়ার সুযোগ গ্রহণ করছি। শান্ত-শীতল পরিবেশে অসীম ভাণ্ডার থেকে সামান্য আহরণের প্রচেষ্টা অবসর জীবনের একপ্রকার ব্রত এবং সঙ্গী হয়ে পড়েছে। এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার দুঃসাহস হয় না'।

গত ২৮শে মে ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩ প্রাপ্ত লেখক ও গবেষক রণজিত সিংহ আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে এসে এক সমৃদ্ধ পাঠাগারের সান্নিধ্য পেলাম। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ, ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থের একটি অমূল্য ভাণ্ডারের সন্ধান পেলাম। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খুঁজে পাই আরও বিচিত্র গ্রন্থসমূহ। গবেষক-পাঠকদের জন্য রীতিমত আকর্ষণীয় লাইব্রেরি এটি। শুভ কামনা রইলো সংশ্লিষ্টদের প্রতি'।

লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪)

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯/৯ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি) নানা সমাহারে সমৃদ্ধ এ আর্কাইভসে রয়েছে ১৫৩টি ভাষার লিপি ও লিখনরীতি বিষয়ক পরিচিতি। বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনকৃত ডিসপ্লে স্লাইডসমূহে বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব, জীবনকাল ও ভৌগোলিক বিস্তরণ বিষয়ক পাদটিকা সন্নিবেশিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে রয়েছে বাংলাদেশ কর্নার। একই সঙ্গে রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের হস্তলিপির নমুনা। এছাড়া এখানে বাংলাদেশ কর্নারের পাশাপাশি বাংলাভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি প্রদর্শিত রয়েছে।

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) অফিস চলাকালীন সময়ে সকল শ্রেণির দর্শকের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ১লা জুলাই ২০২৩ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৩৫ (১৫৫+১৮০) জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীরা পরিদর্শন বইয়ে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে দর্শনার্থীদের কিছু মতামত তুলে ধরা হলো:

সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল এর অধ্যক্ষ সুব্রত নন্দী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে নিজের অনুভুতি ব্যক্ত করে লিখেছেন, "বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। সেই লক্ষ্যে এটি অত্যন্ত সুন্দর প্রতিষ্ঠান।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজের শিক্ষার্থী জনাব রহমান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে অভিমত ব্যক্ত করেন, “আর্কাইভটি খুবই অসাধারণ। এখান থেকে আমাদের প্রজন্ম ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পুরাতন ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।”

শামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকার শিক্ষার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “আর্কাইভটি অনেক সুন্দর। এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। বিভিন্ন ধরনের লিপি সম্পর্কে জানতে পেরে ভালো লাগছে।”

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো: মাহবুবুর রহমান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ’ পরিদর্শন শেষে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন, ‘অদ্য ১৯.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুরে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন করে অভিভূত হলাম। একটি কক্ষের মধ্যে বিশ্বের ১৫৪ দেশের লিপি একসঙ্গে দেখা সম্ভব হলো। এর পরিকল্পনাকারী এবং বাস্তবায়নকারীদের প্রতি রইলো আমার অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। আর্কাইভটির ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়। এর উপস্থাপনা মনোমুগ্ধকর। এটি যেকোন পরিদর্শনকারীকে আকৃষ্ট করবে। এই আর্কাইভটির সংগ্রহগুলো নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি করে প্রচার করা যায়। গ্রন্থাকারে লিপিসমূহ সংকলন করেও প্রচার করার জন্য প্রস্তাব করছি।’

সরকারি ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী টিটিকা ত্রিপুরা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন বইতে তার নিজের ভাষায় অনুভূতি প্রকাশ করে লিখেছেন, “Chung ero faiyoi kabang gam nangjakkha. Ero faiyoi siniya suinairak nungkha aithai anidio kabang gam nangjakkha. Chini suinaibw tongkhale aro gam ungkhamu Hambai.”

বঙ্গবন্ধু: বাংলাভাষা থেকে বাংলাদেশ

সরকারি ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী টিটিকা ত্রিপুরা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মতামত প্রকাশ করছেন

‘বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ’ পরিদর্শন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নবনিতা সরকার বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার অনুভূতি প্রকাশ করে লিখেছেন, “এ ভাষার ঘরে নিত্য বাজুক আলোকিত চেতনার সুর; এ ঘরে রইলো আমার অত্যুজ্জ্বল অনুভবের ঋণ। মনে ও মননে অক্ষয় থাকবে এ স্মৃতি।”

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মনজিৎ সরকার উজ্জ্বল বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'সময়ের সাথে বদলে যায় মানুষের মাতৃভাষা। বিলুপ্ত ভাষার সংরক্ষণে এ প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে যাবে এ প্রত্যাশা। মায়ের ভাষা চিরঞ্জীব হোক। ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী আমিনা খাতুন তাইয়্যেবা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করে তার মতামত ব্যক্ত করে লিখেছেন, 'আমি যেন এক জ্ঞান, ইতিহাস, ঐতিহ্য গোটা পৃথিবীর ভেতর ডুব দিয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানটি এক কথায় আমাকে জ্ঞান পিপাসু করে তুলেছে। আমি বারংবার আসতে চাই, বিশ্বের সকল ভাষাকে জানতে চাই।'

যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী জারিন তাসনিম লাবিবা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ভাষাটিকে নিয়ে এত চমৎকার উপস্থাপনা আমার বেশ ভালো লেগেছে। এখানে এসে অনেক নতুন কিছু জানতে পেরেছি। জানা ব্যাপারটা যে এত মজার হতে পারে তা আগে কখনো ভাবিনি।"

জানুয়ারি ২০২৪ থেকে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলায় স্থানান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ফলে দর্শনার্থীদের জন্য আর্কাইভের প্রদর্শনী সাময়িক বন্ধ রয়েছে।

জনবল নিয়োগ ২০২৩-২০২৪

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের শূন্য পদ পূরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ০৮/১০/২০২৩ তারিখের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৬১.১৫.০০৭.১৩.২২৭ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের ২৪টি শূন্য পদের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে নিয়োগের ৭-৯ গ্রেডর জন্য ১টি, ১০-১২ গ্রেডের জন্য ১টি এবং ১৩-২০ গ্রেডের জন্য ১টিসহ মোট ৩টি কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে ১৩-২০ গ্রেডের গঠিত কমিটির ২টি সভা ১৮/১২/২০২৩ ও ২৬/১২/২০২৩ তারিখে, ৭-৯ গ্রেডের গঠিত কমিটির ১টি সভা ২৭/১২/২০২৩ তারিখে এবং ১০-১২ গ্রেডের গঠিত কমিটির সভা ২৮/১২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১৩-২০ গ্রেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ০৮ (আট)টি ক্যাটাগরিতে ১২ (বারো)টি শূন্য পদ পূরণের জন্য গত ২৯/০৩/২০২৪ তারিখে *দৈনিক সমকাল* এবং *The Daily Star* পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদসমূহের আবেদনের শেষ তারিখ ২৫/০৪/২০২৪ তারিখ বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত। এছাড়াও অন্যান্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১১-২০ গ্রেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ০৮ (আট)টি ক্যাটেগরিতে ১২ (বারো)টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল

প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চূড়ান্ত ফলাফল ২৮/০৬/২০২৪ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সরকারি বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রেরণ ও যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

আমাই মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহ

- ১০ই আগস্ট ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত ওয়ান ওয়ে স্কুল কর্তৃক যুবকদের নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কিত সম্মেলন আয়োজন করা হয়।
- ১৩ই আগস্ট ২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত এনইউএসডিএফ বাংলাদেশ কর্তৃক এনইউ স্কিল ডেভেলপমেন্ট সামিট ২০২৩ এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৭শে আগস্ট ২০২৩ তারিখ রবিবার বিকাল ০৩:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক এপিইউবি-এর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।
- ২৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত সন্ধানী লাইফ কর্তৃক ‘ঢাকা জোনের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সভা ২০২৩ইং’-এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ০৩:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক ‘সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর’ এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৭শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ শনিবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত ইভেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন কর্তৃক ‘কুইজ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন’-এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ৩১শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ বুধবার সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত ফোসেপ কর্তৃক ‘কর্মশালা’ আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ১১:০০টায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠান’-এর আয়োজন করা হয়।
- ০৮ই মার্চ ২০২৪ তারিখ শুক্রবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত তুমিও পারবে কর্তৃক অনলাইন শিশু কিশোর পারফমিং পাটফর্ম “তুমিও পারবে”-এর বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০২রা এপ্রিল ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ০২:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্তৃক “বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে ‘সুবর্ণ জয়ী অনুষ্ঠান’ আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে এপ্রিল ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ‘কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪’ -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

- ০৪ঠা মে ২০২৪ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ‘AFOB’ কর্তৃক ‘Innovations in Food Research for industrial application’ -এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৬ই মে ২০২৪ তারিখ শুক্রবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত ট্রাস্ট ইসলামি লাইফ ইনসিওরেন্স লিঃ কর্তৃক ‘আলোচনা সভা’-এর বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৯ই মে ২০২৪ ও ১১ মে ২০২৪ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থা কর্তৃক ‘৩৫ তম জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসব’-এর আয়োজন করা হয়।
- ০২রা জুন ২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৫ই জুন ২০২৪ তারিখ বুধবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ০৭ই জুন ২০২৪ তারিখ শুক্রবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছয়দফা শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২১শে জুন ২০২৪ তারিখ শুক্রবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত A.R Project কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ২৪শে জুন ২০২৪ তারিখ সোমবার দুপুর ০১:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা পর্যন্ত NAAND প্রকল্প কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে জুন ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত এসইডিপি কর্তৃক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
- ২৬শে জুন ২০২৪ তারিখ শনিবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক সুফিয়া কামাল স্মারক বক্তৃতা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড সোসাইটির গবেষণা চুক্তি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড সোসাইটির (এমএলএলডব্লিউসি) যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গবেষণা খাতে তহবিল প্রদান বিষয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১১ই অক্টোবর ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং এমএলএলডব্লিউসি এর যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের পক্ষে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট মার্শাল হুসাইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় এমএলএলডব্লিউসি কানাডার প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম;

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড সোসাইটির সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের চিত্র

উল্লেখ্য যে, গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাসে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) উদ্যোগে আয়োজিত ফোবানা কনভেনশনে একটি সেমিনারে প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ অংশ নেন। সেই সময় ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সংস্থা দুটির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা হয়।

বিদেশে মাতৃভাষা বাংলার চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে এমএলএলডব্লিউসি। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা আদায়ের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সংস্থাটিকে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে একুশে পদকে ভূষিত করে। কাজের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখায় সংস্থাটি ২০২৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২৩ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নামাজের ঘর ও বিক্রয় কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

১০ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নামাজের ঘর ও বিক্রয় কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিক্রয়কেন্দ্র
প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

বিক্রয় কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রয় কর্মকাণ্ডের শুভ উদ্বোধন

১লা জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ আমাই পণ্য ক্রয় করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রয় কেন্দ্রের বিক্রয় কর্মকাণ্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। তারপর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), উপপরিচালকবৃন্দ, সহকারী পরিচালকবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ বিক্রয় কেন্দ্র থেকে আমাইয়ের লোগো সংবলিত (ব্যাগ, মগ, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, কলমদানি, চাবির রিং প্রভৃতি), স্যুভেনির, আমাই কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ক্রয় করেন। এখন থেকে আমাই কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আমাই পণ্য সামগ্রী সর্বসাধারণ বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয় কেন্দ্র দ্বিতীয় তলায় মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ক্রয় করার সময়: অফিস সময়।

আমাই পণ্য ক্রয়ের পর আমাই কর্মকর্তাবৃন্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-২৩ থেকে জুন-২৪ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ অর্থের কোড ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন বিবরণী অনুযায়ী জুলাই-২৩ থেকে জুন-২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দকৃত অর্থের বিস্তারিত বিভাজন	১ম+২য়+৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে অবমুক্তকৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই/২৩ হতে জুন/২৪ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৬৩১	**আবর্তক অনুদান**				
৩৬৩১১০১	**বেতন বাবদ সহায়তা:**				
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার) অফিসারদের বেতন	৬১৫০০০০.	৬১৫০০০০.	৪৩১২০২৭	১৮৩৭৯৭৩
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী) কর্মচারীদের বেতন	৪৬৫০০০০.	৪৬৫০০০০.	৪১০০৮০০	৫৪৯২০০
৩১১১৩৫২	বিশেষ প্রণোদনা ভাতা	৬৫০০০০.	১১৭৫০০০.	৫৩২২১২	৬৪২৭৮৮
৩৬৩১১০১	**উপমোট বেতন বাবদ সহায়তা (১):**	১১৪৫০০০০.	১১৯৭৫০০০.	৮৯৪৫০৩৯	৩০২৯৯৬১
৩৬৩১১০২	**ভাতাদি বাবদ সহায়তা:**				০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা (ভাতাদি)	১৫০০০০.	১৫০০০০.	৯৫১০০	৫৪৯০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	১৫০০০০.	১৫০০০০.	৮৫৫০০	৬৪৫০০
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৫৯৬০০০০.	৫৭৬০০০০.	৪৫৮০৫৩৬	১১৭৯৪৬৪
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৭২৫০০০.	৭২৫০০০.	৫৬৮৫০০	১৫৬৫০০
৩১১১৩১২	মোবাইল/ সেলফোন ভাতা (ভাতাদি)	৭৫০০০.	৭৫০০০.	৪২৫০০	৩২৫০০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১১২৫০০.	১১২৫০০.	৮৮৪৯৬	২৪০০৪
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	৮০০০০.	৮০০০০.	৬৩৪০০	১৬৬০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১৭২০০০০.	১৩৯৫০০০.	১২৮৫৯৯০	১০৯০১০
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৮৯৬৭৯	১০৩২১
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৫৪৯০০	৪৫১০০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	৩৭৫০০.	৩৭৫০০.	১৫৫৭২	২১৯২৮
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	২৩০০০০.	২৩০০০০.	১৩৬২৪৮	৯৩৭৫২
	উপমোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (২):	১০০৪০০০০	৯৫১৫০০০.	৭৭০৬৪২১	১৮০৮৫৭৯
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:**				
৩২১১১০১	পুরস্কার	১০০০০০.	১০০০০০	৯৮২৭০	১৭৩০.
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৭৫০০০.	৭৫০০০.	৭৪৩২৫.	৬৭৫.

৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ (প্রশাসনিক ব্যয়)	৩০০০০০.	৩০০০০০.	২৫৪৯০০.	৪৫১০০.
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১২০০০০০.	১২০০০০০.	১১৫৫৬১০.	৪৪৩৯০.
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	২৫০০০০০.	১৮৭৫০০০.	১৮৭৫০০০.	০.
৩২১১১১৫	পানি	২০০০০০.	২০০০০০.	২০১৫০৮.	-১৫০৮.
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেগ্রাফ	৬০০০০০.	৬০০০০০.	৫৯১২৩১.	৮৭৬৯.
৩২১১১২০	টেলিফোন	১৫০০০০.	১৫০০০০.	৫৫৭১১.	৯৪২৮৯.
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৯৭৮০৭.	২১৯৩.
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৬৩৮৮০	৯৩৬১২০.
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১৫৫০০০০০.	১৫৫০০০০০.	৯৩৯৮২৪৯.	৬১০১৭৫১.
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৫০০০০.	৫০০০০.	৪৪০২৫.	৫৯৭৫.
৩২১১১৩১	আউটসোসিং	৫৭৫০০০০.	৫৭৫০০০০.	৫৭৫০৯৫২.	-৯৫২.
৩২১১১৩১	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৭৯৮৭৫.	২০১২৫.
৩২১১১৩৫	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	২০০০০০.	২০০০০০.	৯১৪৫১৩	-৭১৪৫১৩.
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১১৫০০০০.	১১৫০০০০.	১০৬৬৫২০.	৮৩৪৮০.
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	৬০০০০০.	৪৮০০০০.	৩২৮১২৮.	১৫১৮৭২.
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৭০০০০০.	৫৬০০০০.	৫৫৯৮১৬.	১৮৪.
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০০০০০০.	২০০০০০০.	৮৪২৩৭৮.	১১৫৭৬২২.
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৮৮৫৪৩.	১১৪৫৭.
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৯৯৭৪০.	২৬০.
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারি	৬০০০০০.	৬০০০০০.	৫৯৯৭৮৬.	২১৪.
৩২৫৬১০৬	পোশাক	৭৫০০০.	৭৫০০০.	৪২৮৫০	৩২১৫০.
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	২০০০০০.	২০০০০০.	১৯৮৩০০.	১৭০০.
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (বিশেষ ব্যয়)	৭৫০০০০০.	৭৫০০০০০.	৭৪০২১২৯.	৯৭৮৭১.
৩২৫৮১০১	মটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩৬০০০০.	৩৬০০০০.	২৬৮৫৫৪.	৯১৪৪৬.
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১৫০০০০.	১৫০০০০.	৮৬৪০০	৬৩৬০০.
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.	১০০০০০.	৯৮৭৩০.	১২৭০.
৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৭৫০০০.	৭৫০০০.	৩৯৪৩০	৩৫৫৭০.
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপন (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৭৫০০০.	৭৫০০০.	১৫১০০	৫৯৯০০.
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১২০০০০০.	১২০০০০০.	১২০০০০০.	০.
	উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩):	৪৪০১০০০০.	৪৩১২৫০০০.	৩৪৭৯২২৬০.	৮৩৩২৭৪০.
৩৬	**গবেষণা অনুদান**		০		০.

৩২৫৭১০৩	গবেষণা	৬৫০০০০০.	৬৫০০০০০.	৩৩৫৩৩৪৪.	৩১৪৬৬৫৬.
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩১৬০০০	৮৪০০০.
	উপমোট গবেষণা অনুদান (৪):	৬৯০০০০০.	৬৯০০০০০.	৩৬৬৯৩৪৪.	৩২৩০৬৫৬.
৩৮	**অন্যান্য অনুদান**		০		০.
৩৮২১১০২	ভুমি উন্নয়ন কর	৫০০০০.	৫০০০০.	০	৫০০০০.
৩৮২১১০৩	পৌরকর	১৯৫০০০০.	১৯৫০০০০.	১৮৯০৩৬০	৫৯৬৪০.
	উপমোট অন্যান্য অনুদান (৫):	২০০০০০০.	২০০০০০০.	১৮৯০৩৬০	১০৯৬৪০.
	মোট আবর্তক অনুদান: (১+২+৩+৪+৫)	৫২৯১০০০০.	৫২০২৫০০০.	৫৭০০৩৪২৪.	১৬৫১১৫৭৬.
৪১	**যন্ত্রপাতি অনুদান**				০.
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২০০০০০.	২০০০০০.	০	২০০০০০.
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান (৬):	২০০০০০.	২০০০০০.	০	২০০০০০.
৪১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান				০.
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪০০০০০.	৪০০০০০.	০	৪০০০০০.
	উপমোট তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান (৭):	৪০০০০০.	৪০০০০০.	০	৪০০০০০.
৪১	অন্যান্য মুলধন অনুদান				০.
৪১৩১১০১	যাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র	৫০০০০০.	৫০০০০০.	২৮৬২০০	২১৩৮০০.
	উপমোট অন্যান্য মূলধন অনুদান (৮):	৫০০০০০.	৫০০০০০.	২৮৬২০০	২১৩৮০০.
	সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮)	৭৫৫০০০০০.	৭৪৬১৫০০০.	৫৭২৮৯৬২৪.	১৭৩২৫৩৭৬.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com